এপ্রিল ২০১৬, চৈত্র-বৈশাখ ১৪২২-২৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

> *বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অনেক সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে।*

প্রবীর কান্তিদাস
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক প্রবীর কান্তিদাস চাকরিতে যোগ দেন ৫ জুন ১৯৭৬ এবং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনের এবারের আয়োজনে থাকছে এই প্রবীণ কর্মকর্তার স্মৃতিকথা, অভিজ্ঞতা ও নানা পরামর্শ।

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরি শুরুর অভিজ্ঞতা আমাদের জানাবেন কি ?

১৯৭৬ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করি। স্বাধীন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি করতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত মনে হয়েছিল। গর্ব যেমন ছিল, তেমনি ছিল মানসিক শান্তি। চাকরিটা বড় কি ছোট এটা বড় ছিল না, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরি- এটাই ছিল মুখ্য বিষয়।

অবসর সময়টা কেমন করে কাটছে ?

'অবসর' বলতে মানুষের জীবনে সত্যিকার অর্থে কিছু নেই। আসলে অবসর নয়, চাকরিজীবন শেষে পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় কাজে বেশি করে জড়িয়ে পড়েছি। অবসরে বাসায় বসে গল্প, উপন্যাস, ধর্মীয় বই পড়ি আর ডায়েরি লিখি। সুযোগ পেলেই মায়ের সান্নিধ্য পেতে নোয়াখালী যাই।

'নবীনরা আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী, মেধা মননে ও শিক্ষায় অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন'- প্রবীর কান্তিদাস

আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে বুয়েট থেকে এমএস করেছে, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শিক্ষার্থে অবস্থান করছে। মেয়েও বুয়েটে এমএস করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিজীবনের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিজীবনে প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন বাস্তবায়ন, হিসাব বিভাগ ও ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট এবং চট্টগ্রাম অফিসে দায়িত্ব পালন করেছি। সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে যাদের সাহচর্যে কাজ করেছি তাঁদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করি। তবে তাঁদের মধ্যে যার নাম সবার আগে বলতে চাই- তিনি হলেন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী। তাকে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখব তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতির জন্য।

চাকরিজীবনের কোনো বিশেষ স্মৃতির কথা জানতে চাই-

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরির পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা ও খেলাধুলার সাথেও জড়িত ছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, অধিকোষ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি এবং সাহিত্যে ও খেলাধুলায় অনেক পুরস্কারও পেয়েছি। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমাসহ সংগঠনগুলোর বিভিন্ন প্রকাশনায় আমার গল্প, প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ২০০৯ এ প্রবন্ধ ও গল্প প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা সম্পর্কে মূল্যায়ন করুন।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অনেক সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। অর্থনীতি ও ব্যাংক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ লেখা অত্যন্ত সময়োপযোগী। পরিক্রমায় ভ্রমণ, রসরচনা, ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা, অবসর প্রভৃতি শিরোনামের লেখাগুলো ভালো লাগে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিকীকরণ সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং আধুনিকায়ন সত্যিকার অর্থে প্রশংসনীয়। মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিংয়ের সুবিধাভোগী হিসেবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নির্দেশনা এবং ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকিং কার্যক্রমে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে।

নবীনদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি ?

নবীনরা আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী, মেধা মননে ও শিক্ষায় অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন। পূর্বসূরী বা বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে তাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভ কামনা। রবিঠাকুরের ভাষায় পরিক্রমার সকল পাঠকের উদ্দেশ্যে শেষ ইচ্ছেটা জানিয়ে যাই-

'আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে, মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।'

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ সম্পাদক
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ বিভাগীয় সম্পাদক
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম

■ গ্রাফিক্স
ইসাবা ফারহীন
তারিক আজিজ

■ আলোকচিত্র
মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১তম গভর্নর হিসেবে ফজলে কবিরের যোগদান

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১তম গভর্নর হিসেবে ২০ মার্চ ২০১৬ যোগদান করেছেন বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন জ্যেষ্ঠ সচিব ফজলে কবির। ফজলে কবির ১৯৮০ সালে সরকারের সিভিল সার্ভিসে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। প্রশাসনে ৩৪ বছরের কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন। ২০১২ সালের জুলাইতে তিনি অর্থ সচিবের দায়িত্বে ন্যস্ত হন। অর্থ সচিব হিসেবে যোগদানের আগে কিশোরগঞ্জের ডেপুটি কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ও বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমির ডিরেক্টর জেনারেল এবং রেল মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৮-২০১০ সাল পর্যন্ত জনতা ব্যাংক লিঃ এবং ২০১২-২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। গভর্নর হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি সোনালী ব্যাংক লিঃ এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১১তম গভর্নর হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ফজলে কবির

বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ফজলে কবির দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা ও সেমিনারে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি ২০০৮ এর অক্টোবরে জাতিসংঘের ফিন্যান্স অ্যান্ড বাজেট সেশনে বাংলাদেশ ডেলিগেশনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

উল্লেখ্য, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে এইচএসসি সমাপন শেষে ফজলে কবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে সম্পাদন করে তিনি পেশাগত উৎকর্ষতা লাভ করেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন একাডেমি, পুলিশ স্টাফ কলেজ এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউটসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে তিনি পাবলিক ফিন্যান্স, পাবলিক এক্সপেন্ডিচার এবং ডেট ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

ফজলে কবিরের সহধর্মিণী মাহমুদা শারমিন বেণু মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন (সিবিএ), বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, অধিকোষ, ঋণধারা শিল্পীগোষ্ঠী, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে নবনির্মিত শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং ৫২'র শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এতে মোনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ আব্দুল বারিক।

এ উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের আয়োজনে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব।

চিত্রাঙ্কন শেষে আলোচনা সভা শুরু হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব। মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল আলম সখা'র পরিচালনায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধিকোষের সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন সজল, সিবিএর সাধারণ সম্পাদক মোঃ মনজুরুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভাপতি মোঃ সিদ্দিকুর রহমান মোল্লা প্রমুখ। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা।

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণধারা শিল্পীগোষ্ঠী ভাষা শহীদদের স্মরণে দলীয় ও একক সংগীত পরিবেশন করে। সবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আয়োজনে দু'টি দেয়াল পত্রিকা উন্মোচন করা হয়। দেয়ালপত্রিকা উন্মোচন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব ও মোঃ সেলিম মিয়া।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-লাইব্রেরি উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বাংলাদেশ ব্যাংক ই-লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন। ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে ই-লাইব্রেরির সব ধরনের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-লাইব্রেরি। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সাবেক ও বর্তমান ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বিশ্বের অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লাইব্রেরির তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ই-লাইব্রেরি কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, গবেষণার জন্য লাইব্রেরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু লাইব্রেরি নয়, জ্ঞানচর্চার একটি মিলনমেলাও। অনুষ্ঠানে ড. আতিউর রহমান বলেন, এটি নিঃসন্দেহে দেশের সেরা লাইব্রেরি। তবে এর সুরক্ষা ও মান যাতে অক্ষুণ্ন থাকে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। এর মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। সাবেক গভর্নর বলেন, আমাদের অর্থনীতির আকার দিনদিন বড় হচ্ছে। আগামীতে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৫০০ বিলিয়ন ডলারের আকার ধারণ করবে। একে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মীদের বিচক্ষণতা বাড়ানো দরকার। আশা করি এ লাইব্রেরি সে কাজে কর্মীদের সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, এস. কে. সুর চৌধুরী এবং সাবেক ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক ও অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাবেক সচিব ড. আসলাম আলম, প্রফেসর হান্নানা বেগম, ড. মোস্তফা কামাল মুজেরী, ড. সাদিক আহমেদ ও অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ লাইব্রেরি ব্রিটিশ কাউন্সিলের লাইব্রেরির কর্পোরেট সদস্যপদ, ব্যাংক অব ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট, আমেরিকান সেন্টারের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। একইসঙ্গে দেশ-বিদেশের বেশ কয়েকটি লাইব্রেরির সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে বলেও জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ লাইব্রেরি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেও মত প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে শতাধিক পাঠক লাইব্রেরিতে বসেন এবং ৭শ'র বেশি পাঠক অনলাইনে এ লাইব্রেরি ব্যবহার করছেন বলে জানানো হয়। এখানে সাত হাজার ই-বুক, ২৫ হাজার ই-জার্নাল, এক হাজার সিডি ও ডিভিডি রয়েছে। সব মিলিয়ে ৫৬ হাজার বই ও জার্নাল রয়েছে আধুনিক এ গ্রন্থাগারে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে এক্সিকিউটিভ কর্নার। নির্বিঘ্নে এবং একান্তে অধ্যয়ন বা গবেষণার জন্য রয়েছে ৬টি স্টাডি ক্যারল। গ্রুপ ডিসকাশনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে ছোট মিটিং রুমের। সর্বশেষ আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে এতে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ডিটেকশন (আরএফআইডি) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে এখন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মীরা তাদের আইডি নম্বর ব্যবহার করে নিজেরাই বই ইস্যু ও ফেরত দিতে পারবেন। এছাড়াও ইংরেজি, জার্মান, জাপানি ও ফরাসি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এখানে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধাসমৃদ্ধ অডিও-ভিজ্যুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সাইবার সেন্টার। লাইব্রেরিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, সার্কুলার এবং গবেষণাকর্ম সংরক্ষণের জন্য রয়েছে Institutional Repository (IR)।

সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান ই-লাইব্রেরির উদ্বোধন ঘোষণা করেন

কুয়াকাটায় এসএমই বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

'আলো আরো আলো ফাউন্ডেশন' এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ কুয়াকাটায় বসবাসরত আদি নৃ-গোষ্ঠী রাখাইনদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত 'আদি নৃ-গোষ্ঠী রাখাইন সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক অবক্ষয় রোধ' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ওসমান গণি কাঞ্চনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নুরুল আলম কাজী, সোনালী ব্যাংক লিঃ এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুর রউফ ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর উপব্যবস্থাপনা পরিচালক রাফি আহমেদ বেগ। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায়ে রাখাইন সম্প্রদায় ও নারী উদ্যোক্তাগণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের এসএমই ঋণ নীতিমালা ও অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানীয় ব্যাংকারদের সহযোগিতায় ৩২ জন রাখাইন নারী উদ্যোক্তাসহ মোট ৬৫ জন উদ্যোক্তার মাঝে ১.১৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ব্যাংকগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় এলাকার শীতার্তদের মাঝে ৯০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। সেমিনারে ৫০০ রাখাইনসহ প্রায় ৭০০ জন উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় ও বরিশাল অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন ব্যাংকের এসএমই প্রধান, কুয়াকাটা তথা পটুয়াখালী জেলার আঞ্চলিক প্রধান এবং শাখা ব্যবস্থাপকগণসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এসএমই বিষয়ক সেমিনারে সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম

নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনী মেলা-২০১৬ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও চার দিনব্যাপী পণ্য প্রদর্শনী মেলা ৯-১২ মার্চ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী দিনে এ. কে. এন আহমেদ অডিটোরিয়ামে 'নারী দিবস ভাবনায় নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঃ এক্ষেত্রে এসএমই ঋণের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা, বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। বিভিন্ন ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী, এসএমই প্রধান, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ, এসএমই নারী উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসের মহাব্যবস্থাপকসহ এসএমই প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক, উপমহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান মেলার উদ্বোধন করেন

সভায় প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই লাখো শহীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জনক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সম্মানের সাথে স্মরণ করেন। ড. আতিউর রহমান ৮ মার্চ নারী দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা বিধানের প্রত্যয়ে জাতিসংঘ এবারের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য করেছে 'Planet 50-50 by 2030 : Step it up for Gender Equality'। তিনি আরো বলেন, আমাদের মোট জনসংখ্যার একটি বড় অংশই নারী। এদেশের নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে রয়েছে অপার সম্ভাবনা ও প্রাণশক্তি। এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলে ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ এবং ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ ব্যবস্থাও নারীদের উদ্যোক্তা হতে সহায়ক বলে মন্তব্য করেন সাবেক গভর্নর। সবশেষে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন তিনি।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বলেন, অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নে স্বাধীনতার মাসে এমন আয়োজন আমাকে আন্দোলিত করেছে। তিনি বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধে যেমন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করেছি, ঠিক একইভাবে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতেও পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উদ্যোগী করে তুলতে হবে।

বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধূরী বলেন, আমাদের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে। নারীদের কেবল এসএমই ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে না, তারা যাতে প্রযুক্তি ও পলিসি বাস্তবায়নে সঠিক দিকনির্দেশনা পান সেদিকটিতেও আমাদের নজর দিতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে এটা আমাদের জন্য সুখবর। সামগ্রিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির বিকাশে এমন ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্তের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা শেষ হয়। আলোচনা সভার একপর্যায়ে সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান আমন্ত্রিত অতিথি ও বিভিন্ন ব্যাংকের নির্বাহীদের সঙ্গে নিয়ে নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার ঋণের ডামি চেক হস্তান্তর করেন। এদিকে, পুরো অনুষ্ঠানকে নান্দনিক করতে সাংস্কৃতিক আয়োজনে বিশেষ নজর কেড়েছে নারীজাগরণের রবীন্দ্র সংগীত 'বাঁধ ভেঙ্গে দাও...' এর সাথে নারী শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর নৃত্য এবং এসএমই তথ্য বিষয়ক গম্ভীরা গান। এরপর অতিথিরা নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যানের সভা

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান (বিসিপি) এর সচেতনতামূলক সভা ১০ মার্চ ২০১৬ প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা। সভায় বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যানের কাজকে গতিশীল ও কার্যকরী করতে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন টিমের সদস্যবৃন্দ।

সভার শুরুতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান (বিসিপি) এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দিতে ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র সিস্টেমস্ অ্যানালিস্ট মোঃ মতিয়র রহমান একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

সভায় সাবেক ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বলেন, কাজ করতে গেলে আমাদের সামনে নানা সমস্যা আসতেই পারে। তবে যেকোনো সমস্যা আমরা কতটা দ্রুত ও কম ক্ষতিতে কাটিয়ে উঠতে পারি সেটাই এখন আসল কথা। এক্ষেত্রে বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান (বিসিপি) এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেও মত দেন তিনি। একইসাথে বলেন, অফিসের আইটি ও অন্য যেকোনো নিয়ম নীতিকে যেন প্রত্যেকে গুরুত্বের সঙ্গে নেন সেজন্য কর্মকর্তাদের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে। আর তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টকে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করার নির্দেশনা দেন সাবেক ডেপুটি গভর্নর।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান (বিসিপি) নিয়মিত কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন ও গতিশীলতা আনয়নে তদারক করে। পাশাপাশি হঠাৎ করে কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক বা কোনো মানবসৃষ্ট ঘটনায় নিয়মিত কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হলে, কম সময়ের মধ্যে পুনরায় নির্বিঘ্নে কাজ শুরু করার অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করার পদ্ধতি অবলম্বন করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে।

সভায় বক্তব্য রাখছেন সাবেক ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা

চট্টগ্রাম অফিস

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি স্কুল, চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও বিদ্যালয়

নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার বলেন, ভাষা যেমন মানুষের অধিকার, তেমনি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মাতৃভাষা প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সত্তার পরিচয় বহন করে। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সী মাহমুদা, মোহাম্মদ আবুল কালাম ও সহকারী প্রধান শিক্ষক (অতিরিক্ত) বেচারাম দাশ। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি মহান একুশ উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে প্রধান অতিথির নেতৃত্বে বিদ্যালয় পর্ষদের সদস্য, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে প্রভাত ফেরিশেষে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি স্কুলে বিদায় ও দোয়া মাহ্‌ফিল

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি স্কুল, চট্টগ্রামে ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে দোয়া মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, বিদায় সবসময়েই কষ্টের। কিন্তু যে বিদায়ে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন থাকে তা আনন্দের হয়। আজকের এইসব বিদায়ী শিক্ষার্থীদের জন্যও এই দিনটি বিশাল জগতে পা রাখার সোপানমাত্র।

বিদায় ও দোয়া মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য অতিথি

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোহাম্মদ নুরুল আলম, মোসাম্মৎ জোহরা ফেন্সী মাহমুদা ও মোহাম্মদ আবুল কালাম। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান শিক্ষক ইয়াসমিনা শিরিন সিরাজউদ্দীন, সহকারী প্রধান শিক্ষক (অতিরিক্ত) বেচারাম দাশ।

বিদায় অনুষ্ঠানের পর পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে দোয়া মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নেছারিয়া আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও সিডিএ জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আলহাজ্ব জয়নুল আবেদীন জুবায়ের। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক শাহিনা আক্তার, সহকারী শিক্ষক রুমি চক্রবর্তী, মোঃ ওয়াজেদ, মোঃ রেজাউল করিম ও পেয়ার আহমদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপহার ও ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (দ.) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানশেষে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

অধিকোষ, চট্টগ্রাম ইউনিটের কমিটি গঠন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহিত্য সংগঠন অধিকোষ, চট্টগ্রামের ইউনিট কমিটি সম্প্রতি গঠন করা হয়। অধিকোষের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দারের অনুমোদনক্রমে ও অধিকোষ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ নূরুল আলমের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম ইউনিট কমিটি গঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি বলেন, অধিকোষ মূলত একটি মননশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সংগঠন। সংগঠনটি বত্রিশ বছর ধরে নির্মল সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছে।

অধিকোষ, চট্টগ্রামের নতুন গঠিত ইউনিটের সভাপতি- দীনময় রোয়াজা। সহ-সভাপতি মোঃ মাহমুদুল হাছান ও মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন খালেদ। সাধারণ সম্পাদক জোহরা ফেন্সী মাহমুদা, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বরকত উল্ল্যাহ চৌধুরী, অর্থ-সম্পাদক প্রদুৎ আচার্য, সাহিত্য সম্পাদক আফতাব উদ্দিন, সংস্কৃতি সম্পাদক বৈশালী রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আব্দুল আহাদ। সদস্য শংকর কান্তি ঘোষ, আবুল কাশেম, মোঃ মুজিবুল হক চৌধুরী, খুরশীদা জাহান সোমা, প্রিটুল বড়ুয়া ও মাহমুদা হক লাকী।

অধিকোষের নবগঠিত কমিটির সাথে নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা - মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা -১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ bank.parikroma@bb.org.bd

সিলেট অফিস

ব্যাংক ক্লাব পরিষদের অভিষেক

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের অভিষেক ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ ব্যাংকিং হলে অনুষ্ঠিত হয়। অভিষেক অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত পরিষদকে শপথ বাক্য পাঠ করান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেটের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিগত পরিষদের সভাপতি মোঃ শওকত আলী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও ব্যাংক ক্লাবের সদস্য ও তাদের পোষ্যগণ। বক্তব্য রাখেন বিগত পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পরেশ চন্দ্র দেবনাথ এবং নবনির্বাচিত পরিষদের সভাপতি মোঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী ও সুভেন্দু কুমার দেব। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপপরিচালক সুধাংশু রঞ্জন দেব। অনুষ্ঠানশেষে মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

প্রধান অতিথি ও সভাপতির সাথে ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, সিলেটের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১১ মার্চ ২০১৬ কর্মচারী নিবাস খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন সিলেট অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও ফেস্টুন উড়ানোর মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সভাপতি মোঃ জামাল উদ্দিন চৌধুরী, ক্রীড়া সম্পাদক আসাদুল হাকিম ও সাধারণ সম্পাদক সুভেন্দু কুমার দেব। প্রধান অতিথি সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মোঃ কামরুল হাসান সরকার। মহিলা বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জলি তালুকদার। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বেবী রানী চৌধুরী ও কাজী ফিরোজ আহমদকে ব্যাংক ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোসলেম উদ্দিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন

রাজশাহী অফিস

প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠান

নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া বক্তব্য রাখছেন

জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, রাজশাহীর আয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও সঞ্চয় ব্যুরোর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকার মহাপরিচালক মাহ্মুদা আখতার মীনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকার উপপরিচালক তাইফ উদ্দিন। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, ঢাকার পরিচালক আয়েজউদ্দিন আহমেদ ও রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংক ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন

প্রধান অতিথি ও ব্যাংক ক্লাবের নির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ব্যাংক ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন (২০১৫-১৬) ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত পরিষদের সদস্যরা হলেন- মোঃ মনিরুজ্জামান, সভাপতি। মোঃ কাওছার কামাল ও মোঃ আফজাল হোসেন মোল্যা- সহসভাপতি, মোঃ রাজেকুল ইসলাম- সাধারণ সম্পাদক। মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ ফরহাদ আলী- সহসাধারণ সম্পাদক, মোঃ মাহবুব আলম খাঁন- কোষাধ্যক্ষ। মোহাম্মদ আখতার আলম- সাহিত্য সম্পাদক, মোঃ আনোয়ার হোসেন- সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও মোঃ মিলটন কবির- বহিঃক্রীড়া সম্পাদক। মোঃ মাহমুদুল হাসান- আন্তঃকক্ষ ক্রীড়া সম্পাদক, মোসাঃ লুৎফুন নেসা- মহিলা সম্পাদক এবং সদস্যগণ হলেন যথাক্রমে মোঃ অহিদুল ইসলাম, মোঃ সারওয়ারে কাওসার, শাকিল আহমেদ, মোঃ শহিদুল ইসলাম ও মোঃ আব্দুস সালাম।

খুলনা অফিস

মতবিনিময় সভা

বেসরকারি সংস্থা অভিযান-এর উদ্যোগে খুলনার ফুলতলা উপজেলার আলকা গোলদারপড়া গ্রামে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, পূবালী ব্যাংক লিঃ ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর সার্বিক সহযোগিতায় পিছিয়ে পড়া নারী উদ্যোক্তা ও ব্যাংকারদের মধ্যে মতবিনিময়, এসএমই ও কৃষিঋণ এবং শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম প্রধান অতিথি হিসেবে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক।

মতবিনিময় সভায় সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম এবং অন্যান্য কর্মকর্তা

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী, জনতা ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ কবির আহম্মদ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোহাঃ আব্দুল্লাহ্ সাব্বির, খুলনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এসএম শফিউল্লাহ, ফুলতলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লুলু বিলকিস বানু, ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর জোনাল হেড আবু নাছের মোহাম্মদ নাজমুল বারী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর জোনাল হেড মোঃ আব্দুর রশিদ, পূবালী ব্যাংক লিঃ এর উপমহাব্যবস্থাপক নরেশ চন্দ্র বসাক, ফুলতলা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শেখ আকরাম হোসেন এবং ফুলতলার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক প্রতিষ্ঠান অভিযানের প্রধান উপদেষ্টা সাহিত্যিক মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী। এনজিও লিংকেজের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণের এ উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে আয়োজক ও ব্যাংকারদের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক মোঃ মাসুম বিল্লাহ। অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আয়োজক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক বনানী বিশ্বাস।

ফুলতলা উপজেলার উৎপাদনশীল খাতসহ বিবিধ পেশার সাথে জড়িত প্রায় ৩০০ প্রান্তিক উদ্যোক্তা ও কৃষক এবং স্থানীয় সকল ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ৪৪ জন এসএমই উদ্যোক্তা এবং কৃষকের মাঝে এসএমই ও কৃষিঋণ বিতরণ করেন।

জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা এবং এসএমই ফাউন্ডেশন, ঢাকার যৌথ উদ্যোগে ১৩ মার্চ ২০১৬ খুলনা অফিসের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় জেন্ডার সংবেদনশীলতা বিষয়ক কর্মশালা। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক, বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম, এসএমই ফাউন্ডেশন, ঢাকার ব্যবস্থাপক মুহাঃ মাসুদুর রহমান এবং খুলনা জেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা বেগম নার্গিস ফাতেমা জামিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী।

প্রধান অতিথি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পাশাপাশি সমঅধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা, সততা ও মনোবলকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে একযোগে কাজ করার জন্য নারী উদ্যোক্তাবান্ধব আচরণ নিশ্চিত করতে তিনি ব্যাংকারদের প্রতি আহ্বান জানান। রিসোর্স পারসন হিসেবে কর্মশালা পরিচালনা করেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক, উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ নাসরিন নাহার।

কর্মশালা শেষে উদ্যোক্তা, ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে এসএমই অর্থায়ন বাড়িয়ে খুলনা অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কীভাবে আরো বেগবান করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়।

এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখা ব্যবস্থাপক/আঞ্চলিক প্রধানগণ নিজ নিজ ব্যাংকের এসএমই ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে মুক্ত আলোচনায় আলোকপাত করেন। কর্মশালায় উদ্যোক্তাগণ ব্যাংকারদের সাথে সরাসরি আলোচনা করে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদির বিষয়ে ধারণা লাভ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সোনালী ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক পরিতোষ কুমার তরুয়া, জনতা ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ কবির আহম্মদ, রূপালী ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক বিষ্ণুপদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক মতবিনিময়

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৫ মার্চ ২০১৬ খুলনা অফিসে অনুষ্ঠিত হয় ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন শীর্ষক আলোচনা। নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন কৌশল শীর্ষক এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম।

দুটি সেশনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় ১২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ব্যাংকগুলোর স্থানীয়/আঞ্চলিক প্রধানগণ ও কৃষি ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহের ব্যবস্থাপকবৃন্দ। কৃষি ও পল্লি ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন সার্কুলার, মাঠপর্যায়ে ব্যাংকসমূহের প্রাপ্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা, কৃষি ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, বিতরণে ব্যর্থ ব্যাংক শাখাসমূহের বিরুদ্ধে জরিমানার বিধান ইত্যাদি বিষয়ে সভায় বিশদ আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাকিম। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন একই বিভাগের যুগ্মপরিচালক মোঃ ফেরদৌস হোসেন ও খুলনা অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক বেগম হালিমা।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক

খুলনা অফিস

সাবেক ডেপুটি গভর্নরের খুলনা অফিস পরিদর্শন

সাবেক ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ খুলনা অফিস পরিদর্শন করেন এবং অফিসের কর্মপরিবেশ, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অফিসের নির্বাহী পরিচালকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার ছাড়াও তার সফরসঙ্গী ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সের মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক ও উপমহাব্যবস্থাপক সাঈদা খানম। তারা অফিস সংলগ্ন নতুন ভবনের নিচতলায় স্থাপিত ম্যুরাল, অফিস চত্বরে স্থাপিত মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ এবং অফিস ভবন ও রূপসাস্থ আধুনিক ডরমেটরি ভবনের নির্মাণকাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন।

একই দিন বিকেলে, খুলনার ফুলতলায় এসএমই ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে সাবেক ডেপুটি গভর্নর প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উল্লেখ্য, সাবেক ডেপুটি গভর্নর ও তাঁর সফরসঙ্গীরা ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি খুলনায় অবস্থান করেন। এর মাঝে তারা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্মারক সুন্দরবন এবং দক্ষিণাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ মংলা সমুদ্র বন্দর ভ্রমণ করেন।

ব্যাংক ক্লাব, অফিসার্স কাউন্সিল, সিবিএ ও কোঅপারেটিভের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

খুলনা অফিসে ২৫ জানুয়ারি ব্যাংক ক্লাব ও ২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ, খুলনার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় নির্বাচনে নীল-হলুদ জোটের প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এছাড়া একাধিক প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলে একই জোটের প্রার্থীদের নির্বাচিত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য অফিসের মতো খুলনা অফিসেও ১১ ফেব্রুয়ারি সিবিএ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অফিসের নির্বাহী পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সকল নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক ও মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অনলাইনে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন মনিটরিং বিষয়ে ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে অনলাইনে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন মনিটরিং বিষয়ে একটি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। অথরাইজড ডিলার ব্যাংক শাখাসমূহ ও মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে করার বিষয়ে খুলনা অফিসের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

একই বিষয়ে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে খুলনা অফিসের পক্ষে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ ইনহাউজ প্রশিক্ষণে অন্যান্যের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মোঃ রবিউল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক নির্মল কুমার সরকার। বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের সহকারী পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাংক ক্লাবের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার নবনির্বাচিত কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। এ উপলক্ষে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বানিয়াখামার কর্মচারী নিবাস হতে নগরীর শহীদ হাদিস পার্কে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার অভিমুখে প্রভাত ফেরি এবং বিকেলে স্টাফ কোয়ার্টার মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এছাড়া ক্লাবের পক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্কুলগামী সন্তানদের জন্য একই দিন বিকেলে অফিস চত্বরে আয়োজন করা হয় চিত্রাঙ্কন ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। এসকল কার্যক্রমে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের সন্তানগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

রূপসা কর্মকর্তা নিবাসে বার্ষিক অনুষ্ঠান

খুলনা অফিসের রূপসা কর্মকর্তা নিবাসে ১১ মার্চ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক ভোজ। কোয়ার্টারে বসবাসরত কর্মকর্তাবৃন্দ ও তাদের সন্তানেরা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। কর্মকর্তা নিবাসের সভাপতি, যুগ্মপরিচালক স্বপন কুমার বিশ্বাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া অতিথিবৃন্দের পরিবারবর্গের উপস্থিতিতে আয়োজনের দিন কোয়ার্টার চত্বরে এক মিলন মেলার সৃষ্টি হয়। বিকেলে নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপক বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক পুরস্কার বিতরণ করছেন

বগুড়া অফিস

ব্যাংক ক্লাবের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বগুড়ার বার্ষিক সাধারণ নির্বাচন ১২ জানুয়ারি ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে নির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দ বলেন ঃ সভাপতি- মোঃ হেমায়েত মোস্তফা, সহসভাপতি- মোঃ বাদশাহ্ আলমগীর ও মোঃ মোজাম্মেল হক, সাধারণ সম্পাদক- স্বপন কুমার হালদার, সহসাধারণ সম্পাদক- মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ সাদেকুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ- মোঃ বদিউজ্জামান আকন্দ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ সাত্তারুল ইসলাম, সাহিত্য সম্পাদক- মোঃ শাহজাহান, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক- মোঃ আব্দুর রউফ, ক্রীড়া সম্পাদক (বহিঃ)- মোঃ রেজাউন্নবী সরকার, ক্রীড়া সম্পাদক (অন্তঃ)- মোঃ আব্দুর রাকিব, উপদেষ্টা- মোঃ সুজাউদ্দৌলা, মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান, মোহাম্মদ ফুরকান হামিদ ও মোঃ মোশারফ হোসেন।

International Finance Corporation (IFC) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Access to Mobile Financial Services for Women in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটির Cooperation Agreement Signing অনুষ্ঠানটি ২২ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা এতে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, IFC এর প্রতিনিধিবৃন্দ, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি এবং পেমেন্ট সিস্টেমস্ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকার বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১২ মার্চ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ নাসিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মোঃ মনছুর আলী, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, বিনা পারভীন, মোঃ গোলাম রব্বানী ও সদস্য সচিব প্রধান শিক্ষক মোঃ মোস্তফা কামাল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শন করে। পরে বিজয়ী ক্রীড়া প্রতিযোগী এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে প্রধান অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করছেন

ব্যাংক ক্লাব, ঢাকায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার নির্বাচন ৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নীল দল মনোনীত 'লনী-আরিফ' পরিষদ জয়লাভ করে। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন- সভাপতি পদে আবু হেনা হুমায়ুন কবীর লনী, সহ-সভাপতি পদে মোঃ আনোয়ার হোসেন মুন্না ও মোহাম্মদ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোঃ আরিফুল ইসলাম আরিফ। সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সানাউল আলম সমু ও মুরাদ উল্লাহ ভূঞাঁ, কোষাধ্যক্ষ পদে মোঃ মাহবুবুর রহমান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে মোঃ হামিদুল আলম সখা নির্বাচিত হয়েছেন। বহিঃ ক্রীড়া সম্পাদক পদে মোঃ ইলিয়াস হোসেন, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক পদে মোঃ আব্দুল জলিল, নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক পদে খায়রুল আলম চৌধুরী টুটুল জয়লাভ করেন। দপ্তর সম্পাদক পদে মোঃ আব্দুস সামাদ ও মহিলা সম্পাদক পদে সাহরীন রুমানা নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সদস্য পদে মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, এএএম আমিনুর ইসলাম আমান, তানবীর এহসান শোভন, মোঃ কবীরুল ইসলাম, সৈয়দ মোহাম্মদ সাদাত ও মোঃ মহাসীন জয়ী হয়েছেন।

সমুদ্র সমীরণ

ইসাবা ফারহীন

আবহাওয়াটা এখনো চমৎকার, খুব বেশি গরম পড়ে যাবার আগেই হঠাৎ করে ইচ্ছে, অতঃপর পরিকল্পনা অবশেষে যাত্রা সেই কাঙ্ক্ষিত সমুদ্র দর্শনের। বসন্ত বাতাসে চেপে ফুরফুরে প্রাণ ইতোমধ্যেই সৈকতে পৌঁছে গিয়েছে, বহু কষ্টে তৃষিত নয়নযুগল আর দেহখানা নিয়ে বাসে চেপে বসলাম। রাতের যাত্রা, দীর্ঘ পথ কিন্তু যানজটের নগরীকে যতই পিছনে ফেলে এগোচ্ছি মনটা ততই প্রফুল্ল হচ্ছিল সকালে সমুদ্র সৈকত দেখব বলে। সম্ভবত সেই আনন্দেই মোটামুটি একটা ঘুম হয়ে গেল, চকরিয়ার কাছাকাছি এসে ঘুম ভাঙল। ঢাকা থেকে কক্সবাজারের এই দীর্ঘ পথে তাই দুবার যাত্রাবিরতি। চকোরিয়ার স্থানীয় একটি হোটেলে চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল রবিন নামের বেয়ারার সাথে যার প্রতিটি বাক্যের শেষে 'যে' শুনতে ভালো লাগছিল খুব। চট্টগ্রামের আঞ্চলিকতায় 'যে' এর সংযুক্তি হতে পারে স্থানীয়দের অভ্যাস কিংবা বিনয়। যাত্রাবিরতির সময় শেষ তাই বাসে ফিরে যাবার আহ্বান শুনে রবিনের সাথে গল্প জমানো হয়নি যে!!!

এবার চকোরিয়া থেকে যাত্রা শুরু, শেষ হবে কক্সবাজারে। বাসের দুদিকে বিশাল এবং স্বচ্ছ জানালা থাকায় দুইপাশের অপরূপ প্রকৃতি আর সকালের স্নিগ্ধতায় চোখ মন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। টানা সুপারির বাগান, সাথে পানের বরজ, মৌসুমী বিভিন্ন শাক-সবজি আর শস্যের ক্ষেত দুইপাশে রেখে বাস এগিয়ে চলেছে। ভোরের আলো থেকে সকালের রোদের রূপান্তর দেখতে ভালোই লাগছিল, বিশেষ করে সবুজ কচি পাতায় রোদের প্রতিফলন আর চলমান অবস্থায় সেটা দেখার ভিন্নতা এ তো আগে দেখা হয়নি। সত্যি, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া....

কক্সবাজার পৌঁছানোর পর উখিয়ার ইনানী বিচে যাবার গাড়িতে উঠলাম। কলাতলী হতে হিমছড়ি হয়ে ইনানী যাবার পথে বেশকিছু কালভার্ট পার হলাম। পথের একপাশে পাহাড় আর অন্যপাশে সাগরের এই অপরূপ সৌন্দর্য পৃথিবীর আর সব সৌন্দর্যকেই হার মানায়। সাগর পাড়ে পড়ে থাকা শ্যাওলামাখা রাবার ড্যামগুলোকে বড় শিল মাছের মতো ভেবে পুলকিত হয়েছিল সবাই। পুরো সময়টাই ছিল নিজেদের মতো করে উপভোগ করার।

ভোরবেলায় সূর্যোদয় দেখার পর চোখের সামনেই সাগরের ভাটায় পানি গভীর সমুদ্রের দিকে সরে সরে যাচ্ছিল। আর ক্রমশই সমুদ্রে ডুবে থাকা কোরাল পাথরগুলো দৃশ্যমান হচ্ছিল। এ অঞ্চলের জেলেদের দেখা গেল ভোর থেকেই মাছ ধরায় ব্যস্ত। ভ্রমণের নতুন আনন্দ যোগ হ'ল সেদিনই কোরাল মাছ ধরতে পারায় জেলেদের উল্লাস দেখে। সাগরের পার ধরে আরো দক্ষিণে হাঁটছিলাম আর সারি সারি নারকেল গাছ, তার নিচে রাখা অলস সাম্পানগুলোর প্রাকৃতিক চিত্রপট সত্যিই স্বর্গীয় মনে হচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে উখিয়ার লোকালয়ও কিছুটা ঘুরে এলাম। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানলাম এখানকার বেশিরভাগই জেলে আর যারা একটু পড়ালেখা করেছে তারা পর্যটন সংশ্লিষ্ট পেশার সাথে জড়িত।

তারপর পুরো দুপুর সমুদ্রস্নান আর সৈকতের নির্জনতা দেখতে দেখতে আবারো জোয়ারের শুরু। আস্তে আস্তে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন এই দীর্ঘ নির্জনতা ভাঙল। বিকেলের রোদ পড়তে শুরু করল, ঢেউয়ের গর্জনের পাশাপাশি সৈকতের 'কাদাখোঁচা' পাখির কাকলি আর সৈকতের বালিতে নকশা কারিগর নান্দনিক শিল্পী লাল কাঁকড়াগুলোর অস্থির ছুটে চলা প্রাণচাঞ্চল্য এনে দেয় শান্ত পরিবেশটিতে। আমরাও আমাদের দীর্ঘ থেকে দীর্ঘায়িত হতে চলা ছায়াসঙ্গীকে নিয়ে রওনা হলাম ফেরার পথে।

অলস সাম্পান যেন অপেক্ষায় আছে....

ভোর থেকেই জেলেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত

সৈকতের বালিতে নকশা কারিগর লাল কাঁকড়া

■ *লেখক : এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

কৃষি ঋণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা

প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে। আনন্দের বিষয় হলো- বাংলাদেশ বিশ্বে খাদ্যশস্য উৎপাদনে দশম স্থান লাভ করেছে। এছাড়া আলু উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম, মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে চতুর্থ এবং শাকসবজি উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। সেসাথে খাদ্য আমদানিকারক দেশ থেকে খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক ও যুগোপযোগী কৃষি ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এখন একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে গত কয়েক বছর ধরে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। পূর্বে কৃষি ঋণের জন্য আলাদা কোনো নীতিমালা ছিল না। প্রতি বছরই এখন মুদ্রানীতির মতো করে স্বতন্ত্রভাবে কৃষি ঋণ নীতিমালা ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক অর্থবছরের শুরুতে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশে কৃষি ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়িয়েছে ১৬ হাজার ৪শ’ কোটি টাকা। এর আগের অর্থবছরে এটি ছিল ১৫ হাজার ৫শ’ কোটি টাকা। গত অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছিল ১০৩ শতাংশ পর্যন্ত। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কৃষি ঋণ প্রদানে উৎসাহিত করা থেকে শুরু করে গভীর পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং দেশি-বিদেশি ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে প্রতি দুই মাস অন্তর ঋণ বিতরণ ও আদায় সম্পর্কে নিয়মিত পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। চলতি অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ১১৩৭৬.৪২ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৬৯.৩৭%। কৃষি ঋণ নীতিমালায় ফসলভিত্তিক কী পরিমাণ ঋণ (Credit norms) দিতে হবে সেটিরও উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলে কৃষি ঋণ বিতরণে সাফল্য অর্জনও সম্ভব হয়েছে। এর ফলে গত কয়েক বছর খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে এবং মূল্যস্ফীতিও সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। ঋণ প্রাপ্তিতে কোনো সমস্যা হলে কৃষক বাংলাদেশ ব্যাংকে কৃষি ঋণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মোবাইলে বা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছে। যার ফলে কৃষি ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়ন পূর্বের তুলনায় আরো সহজ হয়েছে। পরবর্তী সময়েও কৃষি ঋণ বিভাগ ঋণ নীতিমালায় নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে। আলু সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার, নেপিয়ার ঘাস এবং ক্যাপসিকাম উৎপাদনে ঋণ সহায়তা দেয়ার জন্য পরবর্তী কৃষি ঋণ নীতিমালায় তা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছে। আনন্দের বিষয় হলো- বাংলাদেশ বিশ্বে খাদ্যশস্য উৎপাদনে দশম স্থান লাভ করেছে। এছাড়া আলু উৎপাদনে বিশ্বে সপ্তম, মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদনে চতুর্থ এবং শাকসবজি উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। সেসাথে খাদ্য আমদানিকারক দেশ থেকে খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ নীতিমালা ও স্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার কারণে গ্রামীণ জনপদে এখন কর্মসংস্থান বেড়েছে। বর্তমানে মানুষের আয় বেড়েছে, ফলে জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সেটাও এই কৃষি ঋণের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় খাদ্য নিরাপত্তা ও জৈব নিরাপত্তার বিষয়টি এখন কৃষি কাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কৃষিও এখন পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য লবণাক্ততাসহিষ্ণু ফসল চাষ, জলাবদ্ধতা ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানিসহিষ্ণু ফসল চাষ এবং খরাপ্রবণ এলাকায় খরাসহিষ্ণু ফসল চাষে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আর্থিক সেবাভুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নে কৃষি ঋণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

চলেছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার যে অংশ এতদিন ব্যাংকিং সেবার বাইরে ছিল তারা এখন কৃষি ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সেবার সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে। কৃষকরা বিভিন্ন ব্যাংকে ১০ টাকার হিসাব খুলতে পারছে এবং বর্তমানে এরূপ হিসাবের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। ১০ টাকা জমা করে হিসাব খোলায় কৃষক অনেক সুবিধা ভোগ করতে পারছে। কৃষি ঋণের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া। একেবারে সাধারণ মানুষ যেন ব্যাংক ঋণ নিয়ে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে এবং আয়-রোজগার বৃদ্ধি করতে পারে সেটাই হচ্ছে কৃষি ঋণ নীতিমালার লক্ষ্য। ব্যাংকগুলো যেন কৃষকের দোরগোড়ায় গিয়ে ঋণ সুবিধা দিতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে পাঁচ শতাংশ হারে ঋণ সুবিধা দিচ্ছে। আমদানি বিকল্প কৃষিপণ্য যেমন- আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ উৎপাদনে চার শতাংশ হারে ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। যারা প্রকৃত উৎপাদনশীল কৃষক তারাই ঋণ সুবিধাটা নিতে পারছে। গত বছর আদা, রসুন, পেঁয়াজ উৎপাদনে চার শতাংশ সুদের হারে ১০০ কোটি টাকা ঋণ দেয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেটা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ৮০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা সম্ভব হয়েছিল। চলতি বছর এ খাতে ৯০.০৭ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৭ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত এ খাতে ৫৮.৬৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৫.১২%। আমদানি বিকল্প ফসলসমূহে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে এ সকল ফসলের বাম্পার ফলন হয়েছে এবং এ সকল পণ্যের দামও অনেক ক্ষেত্রেই স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১২-১৩ সালে পেঁয়াজের উৎপাদন ছিল ১৩ লাখ ৫৮ হাজার টন; ২০১৪-১৫ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১৯ লাখ ৩০ হাজার টনে। ধানের মোট উৎপাদনের পাশাপাশি হেক্টর প্রতি উৎপাদনও বেড়েছে। ২০০০-২০০১ সালে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ২,৩২৩ কেজি। ২০১৪-২০০১৫ সালে এই উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩,০৪১ কেজিতে। ধানের মতো গমের হেক্টর প্রতি উৎপাদন বেড়েছে প্রায় তিনগুণ। আলু, ভুট্টারও হেক্টরপ্রতি উৎপাদন বেড়েছে। ২০০৪-২০১৫ সালের মধ্যে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৫৭ শতাংশ। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার (এফএও) মতে ২০২২ সাল পর্যন্ত বিশ্বে পুকুরে মাছ চাষ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাবে বাংলাদেশে। গত এক যুগে দেশে সবজি উৎপাদন বেড়েছে ২৫ শতাংশ; সবজি রপ্তানিও বেড়েছে প্রায় ৩৪%।

যারা কৃষি কাজ লাভজনক না হওয়ায় এই ক্ষেত্রটি বাদ দিয়েছে তারা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে এমএফআইগুলো (ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান) ক্রেডিট লিংকেজ করে কৃষক পর্যায়ে ঋণ সহায়তা দিচ্ছে। এতে দেখা যায়, কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডে মানুষের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ভুট্টা চাষে বাংলাদেশে বিপ্লব ঘটে গেছে। বর্তমানে ভুট্টা চাষিদের সাথে বিভিন্ন ফিড তৈরির শিল্প উদ্যোক্তারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মরিচ, হলুদ, সরিষা চাষিদের সাথে দেশের স্বনামধন্য কোম্পানি যারা কনজিউমার ব্র্যান্ড প্রোডাক্ট তৈরি করছে, তারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। ডেইরি ফার্মের সাথে অনেক আগে থেকেই কন্ট্রাক্ট ফার্মিং রয়েছে। কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে কৃষির একটা বাণিজ্যিক রূপ তৈরি হয়েছে।

পোলট্রি, ডেইরি, মৎস্য-হ্যাচারি এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা বড় ধরনের প্রাইভেট সেক্টর হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। পোলট্রি, ডেইরি ও মৎস্য খামারে এগ্রি এসএমই খাত বিকশিত হয়েছে। মৎস্য খাতও বিকশিত হওয়ার কারণে মানুষ এখন সারা বছর চাষের মাছ খেতে পারছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশাল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে পোলট্রি, ডেইরি ও মৎস্য খাত। গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে শহরমুখী মানুষের চাপ কমেছে। স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক কৃষি শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে।

দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বারি সিডার, বারি উইডার, অটোমেটিক সিডলিং, ফসল কাটা/মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদি মেশিন ক্রয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মতো ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদি ক্রয়ের জন্যও ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, কৃষি খাতে জ্বালানি সংকট মোকাবেলা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার প্রসারের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সৌরশক্তি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এ জন্য সোলার হোম সিস্টেম, সোলার ইরিগেশন পাম্পিংয়ে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। শস্য/ফসল কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী ও ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ বিবেচনায় কৃষকপর্যায়ে শস্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ করার জন্য ঋণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। যার ফলে ব্যাংকগুলো খামারিদের কাছে তা ৫ শতাংশ সুদের হারে বিনিয়োগ করতে পারবে। ছোট ছোট দুগ্ধ খামারি যারা সর্বোচ্চ চারটি গরু নিয়ে খামার পরিচালনা করছে তারা এই ঋণ সুবিধার আওতায় আসবে। মিঠা পানিতে মৎস্য চাষ এবং সমুদ্রে মৎস্য আহরণেও ব্যাংকগুলোর মাধমে অর্থায়ন করা হচ্ছে।

দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ব্যাংক ঋণ সুবিধাবঞ্চিত বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় স্বল্প সুদে, সহজশর্তে ও বিনা জামানতে কৃষি ঋণ পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে গত ২০০৯ সালে বর্গাচাষিদের জন্যে প্রথমবারের মতো ৫০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্যে দেশের বৃহত্তম বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাককে দায়িত্ব দেয়া হয়। বর্তমানে এ তহবিল বৃদ্ধি করে ৬০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বহুমুখীকরণ কার্যক্রমে অর্থায়নের লক্ষ্যে জাইকার অর্থায়নে ৭৫০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠিত হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে ঋণ বিতরণ শুরু করা হয়েছে।

পাট চাষিদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পাটকল ও পাট ব্যবসায়ীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। মিঠা পানিতে চিংড়ি চাষ এবং দুগ্ধ খামার ও গাভী পালন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ২০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল গঠন করা হয়েছে।

বেসরকারি ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি ঋণ প্রদান করতে বলা হয়েছে। এজন্য ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষি ঋণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষের আয় বাড়ার সাথে সাথে ব্যাংকগুলোও কৃষি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ডিপোজিট সংগ্রহও বেড়েছে। সম্প্রতি যুক্ত হওয়া ১১১ ছিটমহলের কৃষকদের কাছে কৃষি ঋণ পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি ব্যাংক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপরিকল্পিত কৃষি ঋণ কার্যক্রম দেশের গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত মজবুত করতে অনেক বেশি সহায়তা করেছে।

■ *লেখক : জিএম, কৃষি ঋণ বিভাগ, প্র.কা.*

বই

জি, এম সাকলায়েন

লোহার তারে বন্দি বিদ্যুতের শক্তি, বন্দি আলো,
তোমাতে সব বন্দি-বর্ণ, শব্দ, বাক্য সে যে কালো।
বর্ণ, শব্দ, বাক্য নামক উপাদানে তুমি ভরা,
মূর্খ কি আর সভ্য হয় তোমার স্পর্শ ছাড়া ?
জ্ঞান-গড়িমা শক্তি সাহস নিহিত তোমার ভিতরে,
সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিলাও তুমি অকাতরে, নির্বিচারে।
তুমি বিদ্যার ভাণ্ডার, নামটি তোমার- বই,
পুস্তক, গ্রন্থ কিংবা কিতাব ;
কত প্রকারে ও আকারে আছো তুমি,
তার নেই তো কোনো হিসাব।
হেকিম পেল তোমার মাঝে জীবন বাঁচানো মন্ত্র
বিদ্যা পাঠে কৌশলী বানায় নতুন নতুন যন্ত্র।
যত মুনি ঋষি, জ্ঞান-তপসী, রাজা-বাদশা, বীর ;
উন্নত করেছে তোমারে পড়িয়া তাঁদেরই নিজ শির।
এমনি করিয়া বড় বড় যাঁরা, বড় যাঁদের অবদান,
তোমার কারণে হয়েছে তাঁরা, অক্ষয় অম্লান।

কবি পরিচিতি: ডিডি, আইন বিভাগ, প্র.কা.

চাইলে সবাই

মোঃ মাহমুদুল হাসান

মরে যাওয়া গাছটি আমি
পানি দিলে বাঁচতে পারি,
শুকিয়ে যাওয়া কলি আমি
সবার ছোঁয়ায় ফুটতে পারি।
চাইলে সবাই আপন মনে
তারা হয়ে জ্বলতে পারি,
সূর্য হয়ে সবার মাঝে
আলোক রশ্মি ছড়াতে পারি।
একে একে সবার কথা
মৌন হয়ে শুনতে পারি,
নির্ভয়েতে মনের কথা
হয়তো খুলে বলতে পারি।
সবার হাসির আনন্দেতে
স্নিগ্ধ হাসি হাসতে পারি,
আমার মুখের রসিক কথায়
সবাইকে হাসাতে পারি।
বন্দরহারা নাবিক আমি
দিকের টানে পৌঁছতে পারি,
ভাটার টানে হারিয়ে গেছি
জোয়ার এলে ভাসতে পারি।
ডাকবে যখন সবাই মিলে
কোমা হতে জাগতে পারি,
চাইলে সবাই একে অন্যের
বন্ধু হয়ে চলতে পারি।

কবি পরিচিতি: মুদ্রা/নোট পরীক্ষক-২য় মান, সিলেট অফিস

বরণ, সংবরণ

এন এ এম সারওয়ারে আখতার

(আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার-এর সান্নিধ্যে এসে তাঁকে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত।)

আজ, এই আনন্দ প্রহরে
কিছু ছবি, কিছু উজ্জ্বল অক্ষরে
আমাদের সংবরণ,
বরণ তোমায় কি অভিধায়, কি তার আবরণ!
স্বপ্নের মতো সমুখে তুমি
কীর্তিমান হে অতিথি;
কাছে ডেকে নিয়ে, দুহাত বাড়িয়ে
জাগালে সুরের প্রতীতি।
এই নগরে, এই অফিস চত্বরে, তোমার শিল্পীমন,
রয়ে যাবে প্রতি হৃদয় কুটিরে, করবে সে বিচরণ।
থাকো কি'বা না-ই থাকো পাশে
যেখানেই যাও তুমি, রবে আমাদের বিশ্বাসে
বিনম্র ভালোবাসা, যদি বলো প্রেম - সেই হোক
তোমার ছোঁয়ায় আজ আমরা, প্রতিটি কথক
সার্থক-
সার্থক এই ক্ষণ।

কবি পরিচিতি: ডিডি, খুলনা অফিস

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

এইবার শোনো বিজ্ঞাপনের ভাষা

এইবার শোনো বিজ্ঞাপনের ভাষা
গুণগত মানে সবার পণ্য খাসা !
'গুণগত মান' কথাটা অর্থহীন
তবু লিখে বলে, 'আমার পণ্য নিন।'
'পণ্য নেব না, ভাষাটা শুদ্ধ নয়'
ক্রেতার দরজা অমনি রুদ্ধ হয়।
'লেখো গুণেমানে পণ্য অতুলনীয়'
ভাষাগত ভুল সদাই বর্জনীয়।

[আজকাল বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'গুণগত মান' কথাটির খুব প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। লেখা হচ্ছে : 'গুণগত মানে অনন্য।' কিংবা 'গুণগত মানের নিশ্চয়তা'। এখন কথা হল, 'গুণগত মান' কথাটির আদৌ কোন অর্থ আছে কি ? 'গত' শব্দটি সমাসের উত্তরপদ হিসেবে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রথাগত চিন্তা (অনুযায়ী বা সম্মত অর্থে), পুঁথিগত বিদ্যা, হস্তগত সম্পত্তি (অধিগত, লব্ধ, প্রাপ্ত অর্থে), বংশগত কৌলীন্য, রক্তগত সংস্কার (নিহিত, নিবেশিত বা প্রবেশিত অর্থে), ব্যক্তিগত বিষয়, গুণগত পার্থক্য, ভাষাগত ভুল, আইনগত সহায়তা (সম্বন্ধযুক্ত বা সম্পর্কিত অর্থে)।
*এখন 'গুণগত মান' নিয়ে আমাদের কথা। 'গুণগত পার্থক্য' কথাটি ধরা যাক্। যে পার্থক্য গুণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বা সম্পর্কিত, সেটাই 'গুণগত পার্থক্য'। বাক্যে এর প্রয়োগ দেখা যেতে পারে। 'শুধু পরিমাণগত পার্থক্য নয়, গুণগত পার্থক্যটাও বিচার করে দেখা দরকার।' এখন 'গুণগত মান' বলতে কী বুঝব আমরা ? যে গুণ মানের সঙ্গে সম্পর্কিত ? এর কি কোন অর্থ হয় ? ইংরেজিতে গুণ হল **quality** আর মান হল **standard**। এ দুটির একটিকে আরেকটির সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে কিছু বলা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। 'গুণ' শব্দের নানা অর্থ আছে। তবে আমাদের এই ছড়াটিতে যাকে 'গুণ' বলা হচ্ছে, তার অর্থ হল প্রশংসাযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর 'মান' হচ্ছে উৎকর্ষের মাত্রা। 'গুণ' ও 'মান'–দুটোকেই ভাল বলে ক্রেতার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করা হলে তাতে দোষের কিছু নেই। 'গুণে ও মানে অনন্য', 'গুণে মানে সবার সেরা' এরকম তো সহজেই বলা যায়। তাহলে 'গুণগত মান'-এর অর্থহীন জটিল ধাঁধায় প্রবেশ করবার দরকার কী ?]*

আনন্দাশ্রু

হামিদা বেগম

কাককে কাক বলতেই আমরা অভ্যস্ত। একে পাখি বলতে অনেকেরই দ্বিধা আছে। কর্মজীবী হওয়ায় স্নেহাকে প্রতিদিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝে দিন কাটাতে হয়। তাই বলে ঘরের কাজে কখনও ক্লান্তি আসে না তার। তার সবকিছুই খুব গোছানো ও পরিপাটি। এটা তার নিজের কথা নয়, যারাই তার বাড়িতে আসেন- অবাক হয়ে বলেন চাকরি করে কীভাবে এতটা পরিপাটি থাকা সম্ভব ! রান্নাঘরে কাজ করতে গিয়ে একদিন সকালে হঠাৎই স্নেহা দেখে রান্নাঘরের জানালায় একটা কাক বসে ডাকছে। স্নেহা প্রথমে ততটা খেয়াল করেনি। আবারও যখন কাকটা ডাকলো তখন একটু খাবার দেয়। এভাবে প্রতিদিন সকাল ও বিকালে শুরু হ'ল কাককে খাবার দেয়া। খাবার বলতে তাদের খাবারের উচ্ছিষ্ট, কখনও বা রুটি, বিস্কুট, পাউরুটি ইত্যাদি। তবে খাবারের উচ্ছিষ্টটাই কাকের বেশি পছন্দ। স্নেহা খেয়াল করে, সে যখন রান্নাঘরে কাজ করে কেবল তখনই কাক আসে। স্নেহাকে না পেলে ডাকতে থাকে। স্নেহা আরো দেখে একটা কাক শুধু নিজেই খায় না। খাবার দেয়া হলে সে তার সাথীদেরও জানিয়ে দেয় যে এখানে খাবার। শুরু হয় খাবার খেলা। একটা কাক খাবার নিয়ে দূরে চলে যায় এবং সেখানে বসে খেতে থাকে, আরেকটা আসে। এভাবে পর্যায়ক্রমে খাওয়া চলে। পেট ভরে গেলে আর ডাকে না। দুই-একটা দুষ্টু কাকও আছে। তারা শুধু নিজেরাই খেতে চায়। অন্যদের সুযোগ দিতে চায় না। তখন বাকিরা লাইন ধরে অধীর আগ্রহ নিয়ে জানালায় বসে থাকে, কখন কাকটা সরবে এবং তারা খাবার নেয়ার সুযোগ পাবে।

বাড়ির অন্যান্য সদস্যেরও নজরে পড়ে বিষয়টা। তারাও দেখে স্নেহাকে দেখতে পেলে কাকগুলো সরে যায় না। বরং স্নেহা হাত বাড়িয়ে খাবার দিলেও তারা সরে না। কিন্তু অন্য কেউ খাবার দিতে গেলে তারা উড়ে চলে যায়। তখন বাড়ির অন্যরা দুষ্টুমি করে বলে 'এই যে তোমার মেহমান এসেছে। আমরা দিলে তো খাবে না। যাও তুমিই দাও'। স্নেহাও এদের আতিথেয়তার বিষয়টাতে খুব মজা পায়। এভাবেই স্নেহার সাথে তাদের যেন একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্নেহাকে না দেখতে পেলে কাকগুলো ডাকতে থাকে। আবার খাবার দেয়ায় পরেও কখনও কখনও ডাকতে থাকে। স্নেহা দুষ্টুমি করে বলে ' কিরে খাবার দিলাম তো। আর কি দেব ?' তারাও যেন মজা পায়, আরও দুষ্টুমি করে। অনেক সময় জানালায় বসে ঘাড় ঘুড়িয়ে চিনতে চেষ্টা করে। অবাক লাগে তাদের ঘাড় বাঁকিয়ে চেনার প্রচেষ্টা দেখে এবং চোখ দেখে। যেন সত্যি সত্যি চিনতে পারে মানুষকে। যেদিন বাড়িতে কেউ থাকে না সেদিন কাকগুলো কি করে স্নেহা জানে না। হয়তো বা স্নেহাকে না পেয়ে অন্য কোথাও খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কিংবা অন্য কোনো বাড়ির জানালায় এভাবে বসে কিনা স্নেহার খুব জানতে ইচ্ছে করে। ছুটির দিন অর্থাৎ শুক্র/শনিবার এদের যেন আনন্দের মেলা বসে। কারণ সেদিন বাজার করা হয়। মাছ বা মাংসের ছোট ছোট ময়লা কাককে দেয়া হয়। এক ঝাঁক কাক চলে আসে সেগুলো খাওয়ার জন্য। একটা খাবার নিয়ে উড়ে চলে যায়, আরেকটা আসে। সে দৃশ্য দেখতে খুব ভালো লাগে। যে খাবারগুলো মানুষ ফেলে দেয় তাতেই যে অনেক পশু-পাখির খাবার ব্যবস্থা হয়ে যায় তা চিন্তা করলে অবাক লাগে। সৃষ্টিকর্তা মনে হয় এভাবেই তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন। মানুষসহ বিভিন্ন জীব-জন্তুর জীবনচক্র খেয়াল করলে দেখা যায় প্রত্যেকে অপরের উপর নির্ভরশীল। একজনের দ্বারা অন্যজন উপকৃত হবে এটাই আল্লাহ তায়ালার বিধান। প্রতিদিন এভাবে চলতে থাকে স্নেহার সাথে কাকের কথা বলা, খাবার দেয়া আর মজা করা। স্নেহা আপন মনে কাজ করতে থাকে। এরই মাঝে এসে কাকগুলো ডাকতে থাকে। স্নেহা খাবার দেয়। আগে থেকেই খাবার দেয়া থাকলে স্নেহা বলে 'দিয়েছি তো। খা তোরা'।

হঠাৎ একদিন স্নেহার মনে হলো এরা যখন -'কা-কা' করে ডাকে ডাকটা যেন মনে হয় 'মা-মা'। স্নেহা ভাবে তার মনের ভুল। সে বাড়ির অন্যান্যদেরও জানায় বিষয়টা। তারাও খেয়াল করে। এভাবে সে স্নেহার একটা বিশ্বাস তৈরি হয় যে এটা মনের ভুল নয়। সত্যিই তারা স্নেহাকে 'মা-মা' বলেই ডাকছে। তাদের কা-কা ডাকটা এক ধরনের। আর মা-মা ডাকটা অন্য ধরনের। স্নেহার হৃদয়টা আবেগে আপ্লুত হয়ে ওঠে। তার চোখে পানি চলে আসে। যাকে বলা যায় -'আনন্দাশ্রু'।

স্নেহা ভাবে আল্লাহপাক তাকে কত সুখি করেছেন। সন্তান দিয়েছেন 'মা' ডাক শোনার জন্য। আবার গাছ, পশু-পাখিও তাকে 'মা' ডাকছে। এটা যে কত বড় সৌভাগ্যের বিষয় তা বলে বোঝানো যাবে না। স্নেহা আল্লাহ্ পাকের কাছে এটাই চায় তিনি যেন কখনই স্নেহাকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত না করেন। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। জীবের সেবা করলে সৃষ্টিকর্তাও খুশি হন। স্নেহা চায় সৃষ্টিকর্তার খুশি, তাঁর ভালবাসা, তাঁর সান্নিধ্য। স্নেহা সবার ভালোবাসা নিয়ে যেতে চায়। ভালোবাসাহীন জীবন সে চায় না। সে ভালোবাসা যেমন মানুষের তেমনি গাছপালা, পশু-পাখিরও। সে মনে করে- মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সেই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে সর্বক্ষেত্রে।

■ *লেখক : ডিডি, বিবিটিএ*

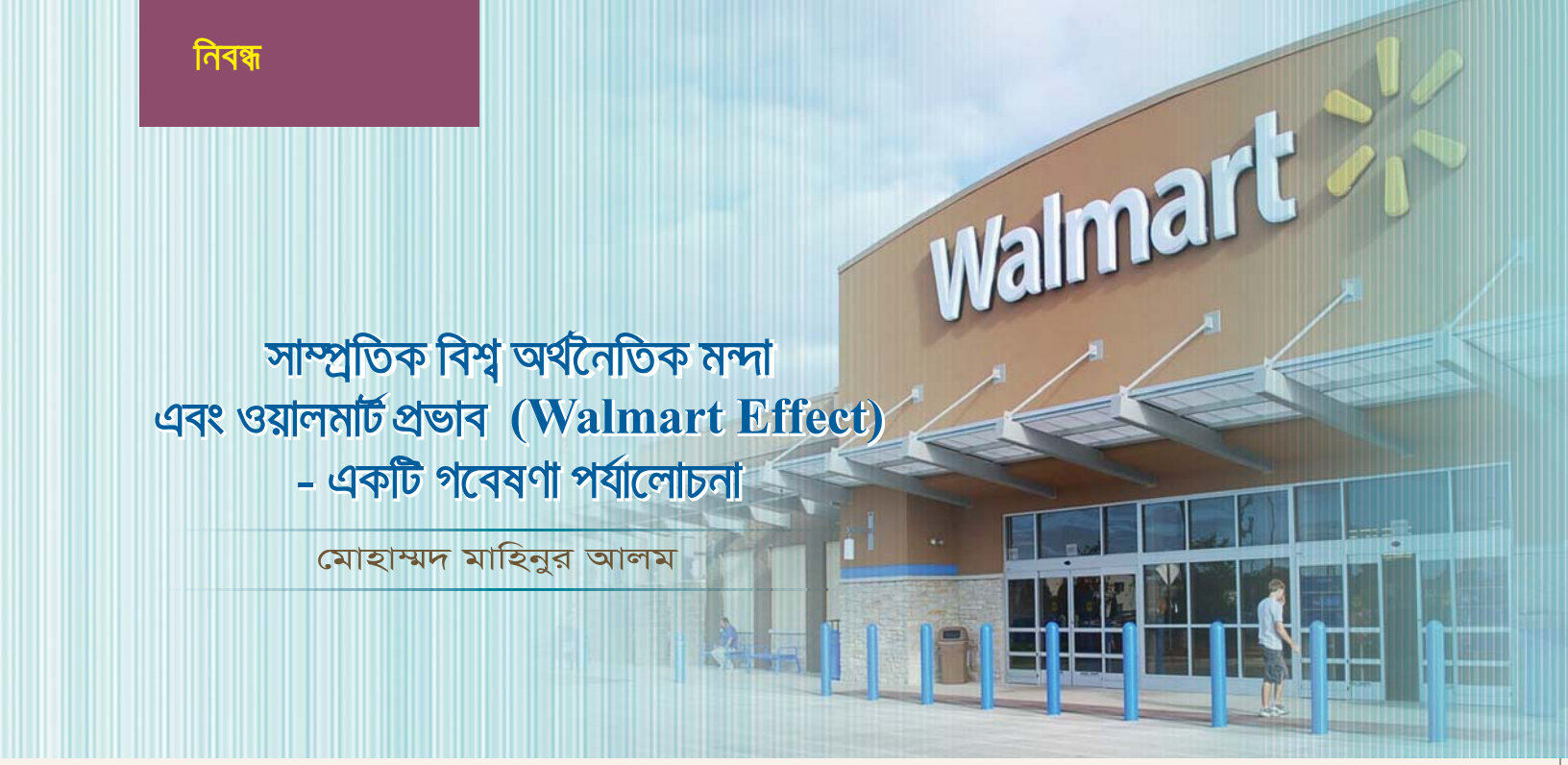

সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা এবং ওয়ালমার্ট প্রভাব (Walmart Effect) - একটি গবেষণা পর্যালোচনা

মোহাম্মদ মাহিনুর আলম

সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় বিশ্বের অনেক দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে বিস্ময়করভাবে বাংলাদেশসহ অনেক দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, বিশেষ করে তৈরি পোশাক (ready made garments তথা RMG) রপ্তানি সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাতে তেমন একটা প্রভাবিত হয়নি। বাংলাদেশ সম্পর্কে সচেতন পাঠক বা পর্যবেক্ষক মাত্রই জানেন যে, বাংলাদেশের প্রধানতম রপ্তানি পণ্য হচ্ছে তৈরি পোশাক যার প্রধান আমদানিকারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় superstore বা supershop হিসেবে খ্যাত ওয়ালমার্ট (Walmart) । সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও এই superstore কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি ও বিক্রয় অব্যাহত ছিল যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃতভাবে স্থিতিশীল ছিল যদিও অনেক দেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হোঁচট খেয়েছিল মারাত্মকভাবে।

রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার এই মিশ্র প্রভাব সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক গবেষক, বিশ্লেষক ও নীতিনির্ধারকদের ভাবিয়ে তুলেছে যার ফলে নানা ধরনের তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তাঁরা। এমনই একটি তত্ত্ব বা ধারণার নাম হচ্ছে Walmart Effect। এই তত্ত্বের মর্মকথা হ'ল অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তাদের ব্যয়যোগ্য আয় (disposable income) কমেছে যার ফলে ভোক্তারা Walmart সহ বড় superstore-গুলো থেকে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য বেশি করে ক্রয় করছে। এভাবে আয়হ্রাসের সঙ্গে পণ্য চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অর্থনীতিতে সেই পণ্যকে Inferior good বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক Inferior good এমন ব্যাখ্যা মেনে নেননি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন গবেষক।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলী তসলিম ও প্রভাষক আমজাদ হোসেন অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যসহযোগে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, Walmart Effect এর যুক্তি সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়নি। গবেষণাপত্রটি ভারত থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক Economic and Political Weekly-তে স্থান পেয়েছে Consumer Goods and Export Performance during Economic Slowdown: The Evidence from the Great Recession এই শিরোনামে।

রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধিতে দেশভেদে যে মিশ্র প্রবণতা দেখা গেছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এই দুই গবেষক রপ্তানি-ঝুড়ির (export basket) পণ্যসমূহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, বাংলাদেশের রপ্তানিপণ্য মূলত নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাক যার চাহিদা ব্যয়যোগ্য আয়ের সাময়িক হ্রাসের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়না। কারণ ব্যয়যোগ্য আয় সাময়িকভাবে হ্রাস পেলেও ভোগ অব্যাহত রাখার স্বার্থে (consumption smoothening) ভোক্তারা নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য (consumer goods) চাহিদায় ব্যাপক কোনো পরিবর্তন করেনা। একারণে সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল। অন্যদিকে, যেসব দেশ প্রধানত মূলধনী পণ্য রপ্তানি করে তাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে নাটকীয় হ্রাস লক্ষ্য করা যায়।

সারণী ১-এ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ১-অঞ্চলভিত্তিতে বিশ্বপণ্য বাণিজ্যেও বাৎসরিক শতকরা পরিবর্তনের হিসেবে নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে কম এশিয়ার রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে এবং সবচেয়ে বেশি CIS (Commonwealth of Independent States)-এ।

সারণী ১-অঞ্চলভিত্তিতে বিশ্ব পণ্য রপ্তানির বাৎসরিক শতকরা পরিবর্তন

অঞ্চল	২০০৯	২০১০
বিশ্ব	-২৩	২২
উত্তর আমেরিকা	-২১	২৩
দক্ষিণ ও সেন্ট্রাল আমেরিকা	-২৪	২৫
ইউরোপ	-২২	১২
কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস (CIS)	-৩৬	৩০
আফ্রিকা	-৩০	২৮
মধ্যপ্রাচ্য	-৩১	৩০
এশিয়া	-১৮	৩১

সূত্রঃ World Trade Report ২০১১

চিত্র ২-এ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে, এশিয়ার ক্ষেত্রে মোট রপ্তানিতে ভোগ্যপণ্যের শতকরা ভাগ সবচেয়ে বেশি এবং মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে কম।

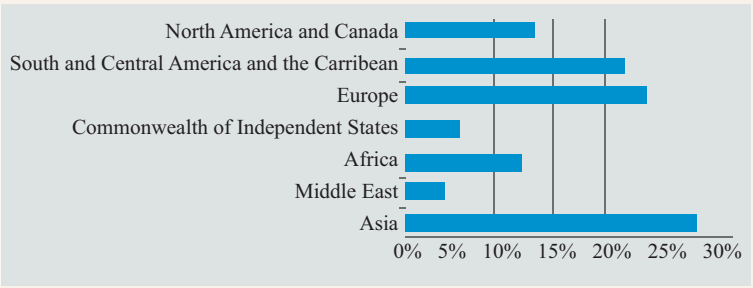

সূত্রঃ UNCTADSTAT

গবেষণাপত্রের মূল আবিষ্কার বা অবদান হচ্ছে, এটি স্থায়ী আয় তত্ত্বের মাধ্যমে দেখাতে সক্ষম হয়েছে যে, রপ্তানি ঝুড়িতে ভোগ্যপণ্যের অনুপাত যত বেশি থাকবে রপ্তানি আয় বিশ্ব আয়ে হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা তত কম প্রভাবিত হবে।

রপ্তানি আয়ের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ভোগ্যপণ্যের পরিমাণের এই তারতম্য চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা নামক ধারণার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। ভোগ্যপণ্যের রপ্তানিতে শতকরা পরিবর্তনকে বিশ্ব আয়ের শতকরা পরিবর্তন দিয়ে ভাগ করলে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যায়।

গবেষণাপত্রে চলতি বিশ্ব আয়কে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ স্থায়ী আয় ও অস্থায়ী আয়। স্থায়ী আয় তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে পণ্যসামগ্রীর ভোগ-চাহিদা নির্ভর করে মূলত স্থায়ী আয়ের উপর; অস্থায়ী আয় বা সাময়িক আয়ে পরিবর্তন রপ্তানি চাহিদায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেনা। তাই ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত যে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা চলছিল সে সময়ে গড় বিশ্ব আয়ে, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোক্তাদের আয় হ্রাস পেলেও সেদেশে ভোগ্যপণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি তেমন একটা হ্রাস পায়নি। অর্থাৎ চলতি বিশ্ব আয়ের স্থিতিস্থাপকতা নয় বরং স্থায়ী বিশ্ব আয় এ ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে, ভোগ্যপণ্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি, বিশেষত মূলধনী পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে এই অর্থনৈতিক মন্দার সময়। এ কারণে ভোগ্যপণ্যের রপ্তানিকারক দেশগুলো সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক মন্দার সময় তাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে অতটা ক্ষতিকারক প্রভাব লক্ষ্য করেনি। আবার মন্দাপরবর্তী সময়ে তাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক পরিবর্তনও লক্ষ্য করেনি। অন্যদিকে, মূলধনী পণ্যের রপ্তানিকারক দেশগুলোর রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে মন্দার সময় ব্যাপক হ্রাস এবং মন্দা-পরবর্তী সময়ে নাটকীয় প্রবৃদ্ধিও লক্ষ্য করা গেছে।

সারণী-২ এ আমরা বিশ্ব আয় সাপেক্ষে ভোগ্যপণ্য ও ভোগ্যপণ্য-বহির্ভূত পণ্যের বিশ্ব আমদানি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দেখতে পাচ্ছি। এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ভোগ্যপণ্য-বহির্ভূত পণ্যের চাহিদার মতো অতটা স্থিতিস্থাপক বা সংবেদনশীল নয় যার ফলে মন্দার সময় আমরা এসব পণ্যের চাহিদায় নাটকীয় তারতম্য লক্ষ্য করি না।

সারণী ২-বিশ্ব আয় সাপেক্ষে বিশ্ব আমদানি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

	স্থিতিস্থাপকতা
স্থায়ী বিশ্ব আয় সাপেক্ষে ভোগ্যপণ্যের বিশ্ব আমদানি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা	২.৫৫
চলতি বিশ্ব আয় সাপেক্ষে বিশ্ব আমদানি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা	২.৭৭
চলতি বিশ্ব আয় সাপেক্ষে ভোগ্যপণ্য-বহির্ভূত পণ্যের বিশ্ব আমদানি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা	২.৮৯

সূত্রঃ গবেষকদ্বয়ের প্রাক্কলন

অন্য দিকে, ভোগ্যপণ্য-বহির্ভূত পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে আমরা মন্দার সময় নাটকীয় হ্রাস ও মন্দা-উত্তর সময় নাটকীয় উত্থান দেখতে পাই। দেখা গেছে যে, ২০০৯ সালে ভোগ্যপণ্য-বহির্ভূত পণ্যের রপ্তানি, পণ্য বিশেষে, হ্রাস পেয়েছে ২৬ শতাংশ থেকে ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত। আবার, ২০১০ সালে ভোগ্যপণ্য-বহির্ভূত পণ্যের রপ্তানি, পণ্য বিশেষে, বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ শতাংশ থেকে ৫১ শতাংশ পর্যন্ত।

এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ভোগ্যপণ্য-বহির্ভূত পণ্যের রপ্তানি নির্ভর করে চলতি বিশ্ব আয়ের উপর যার ফলে মন্দাকালীন এবং মন্দা-উত্তর সময়ের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে এই নাটকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। সারণী-৩ এ কতিপয় পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির তথ্য তুলে ধরা হ'ল ।

সারণী ৩- কতিপয় পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চিত্র

HS ১৯৮৮/৯২ পণ্য কোড	পণ্যের নাম	২০০৯	২০১০
৮১	অন্যান্য মৌলিক ধাতু, সিমেন্ট এবং তা দ্বারা প্রস্তুত পণ্য	-৪৯%	৩৭%
৭২	লৌহ ও স্টিল	-৪৭%	৪০%
৩১	সার	-৪৬%	৩৪%
৭৫	অ্যালুমিনিয়াম ও তা দ্বারা প্রস্তুত পণ্য	-৩৩%	৩০%
৯৭	Collector piece এবং অ্যান্টিক	-২৮%	৬%

সূত্রঃ UNCTADSTAT Data-এর ভিত্তিতে গবেষকদ্বয়ের প্রাক্কলনে থেকে উদ্ধৃত

ইকোনোমেট্রিক মডেল প্রয়োগ করে গবেষকদ্বয়ের প্রাক্কলন দেখা গেছে যে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির উপর রপ্তানিপণ্যে ভোগ্যপণ্যের শতকরা হারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোনো দেশ কোন ধরনের পণ্য বেশি রপ্তানি করে বা রপ্তানি পণ্যের মধ্যে কোন ধরনের পণ্যের শতকরা হার বেশি-এই দুটি অর্থনৈতিক চলকের প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

পরিশেষে এ কথা অবশ্যই বলা যায়, জনপ্রিয় ব্যাখ্যায় তুষ্ট না হয়ে এভাবে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের এধরনের বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার ও উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হবার পথে বিশ্ব অর্থনীতির ঘাত প্রতিঘাত মোকাবেলা করার জন্য আমাদের গবেষকদের এমন বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিকল্প খুব বেশি নেই।

■ *লেখক : যুগ্মপরিচালক, বিবিটিএ*

কিভাবে বুঝবেন আপনার কম্পিউটারটি হ্যাকড হয়েছে কিনা? কতিপয় সাবধানতা অবলম্বন

মোঃ ইকরামুল কবীর

আপনার কম্পিউটারটি আপনার অজান্তে বা বিনা অনুমতিতে কেউ লগইন করেছে কিনা, এমনকি হ্যাকড করে কেউ মনিটরিং করছে কিনা তা জানার কতিপয় উপায় রয়েছে, নানাবিধ উপায়ের মধ্যে সহজেই বোঝা যায় এরকম একটি উপায় নিচে দেয়া হ'ল-

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন ঃ

১. আপনার কম্পিউটারের টাস্ক ম্যানেজারটি খুলুন, চিত্র নিম্নরূপ ঃ

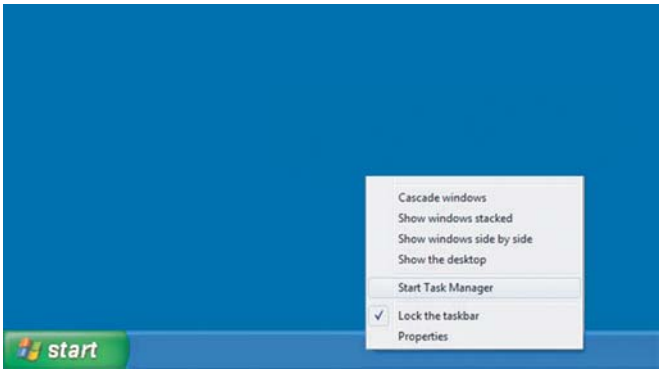

২. নতুন যে উইন্ডোটি ওপেন হবে সেখান হতে ইউজার ট্যাবটিতে ক্লিক করুন, চিত্র নিম্নরূপ ঃ

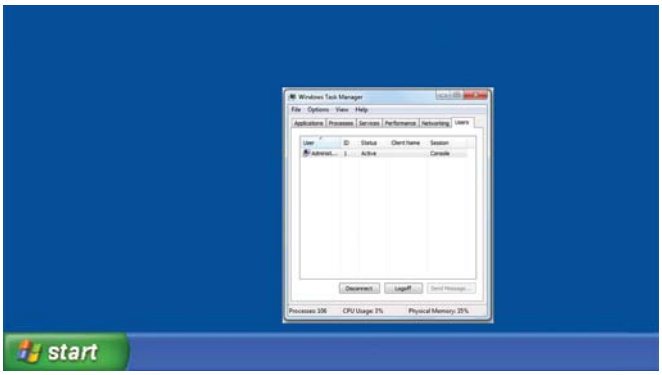

এই উইন্ডো হতে দেখতে পারবেন আপনার কম্পিউটারে বর্তমানে কে কে লগইন করে আছে। এছাড়াও সার্ভিসেস, প্রোসেসেস ট্যাব হতেও দেখা যায় কোনো অপরিচিত সন্দেহজনক সার্ভিস, প্রসেসেস চালু আছে কিনা। যদি দেখতে পান এমন কোনো ইউজার লগইন করে আছে বা সার্ভিস, প্রোসেসেস চালু আছে যেটা আপনার অপরিচিত বা আপনার অনুমতি ব্যতীত, তাহলে যতদ্রুত সম্ভব নিম্নোক্ত উপায়ে সাবধানতা অবলম্বন করুনঃ

১. আপনার কম্পিউটারের রিমোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটিংস পরিবর্তন করুন; দরকার না থাকলে রিমোট লগইন অপশন ডিজেবল করে রাখুন।

২. আপনার কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমসহ ব্যবহৃত সকল প্রোগ্রামগুলোর হালনাগাদ ভার্সন ব্যাবহার করুন।

৩. পুরাতন পাসওয়ার্ডটি পরিবর্তনপূর্বক, অক্ষর, সংখ্যা, স্পেশাল অক্ষর প্রভৃতির সমন্বয়ে তৈরি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। শুধু তাই নয়, ভুলেও নিজের পাসওয়ার্ডটি অন্যের সাথে শেয়ার করবেন না।

৪. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত সব জায়গায় একই পাসওয়ার্ড ব্যাবহার করা থেকে বিরত থাকুন; একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর পাসওয়ার্ডগুলো পরিবর্তন করে ফেলুন।

৫. দরকার ব্যতীত আপনার কম্পিউটারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইউজার ব্যতীত অন্য নরমাল ইউজার দিয়ে লগইন করুন।

৬. কম্পিউটারের সকল ইউজার ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইউজার পর্যবেক্ষণে রাখুন, সন্দেহজনক ইউজারকে ডিজেবল করুন বা মুছে ফেলুন।

৭. হালনাগাদ অ্যান্টি-ভাইরাস ব্যবহার করুন, ও এক্সটার্নাল ডিভাইস ব্যাবহারের পূর্বে অ্যান্টি-ভাইরাস দিয়ে স্ক্যান করে নিন।

■ *লেখক, মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (ডিডি), আইটিওসিডি, প্র. কা.*

নেট বিনোদন

প্রচণ্ড গরমে নাকাল সবাই, আমরাও

এইটা আমার দ্যাও.....

২০২২ সালে কেমন হবে...

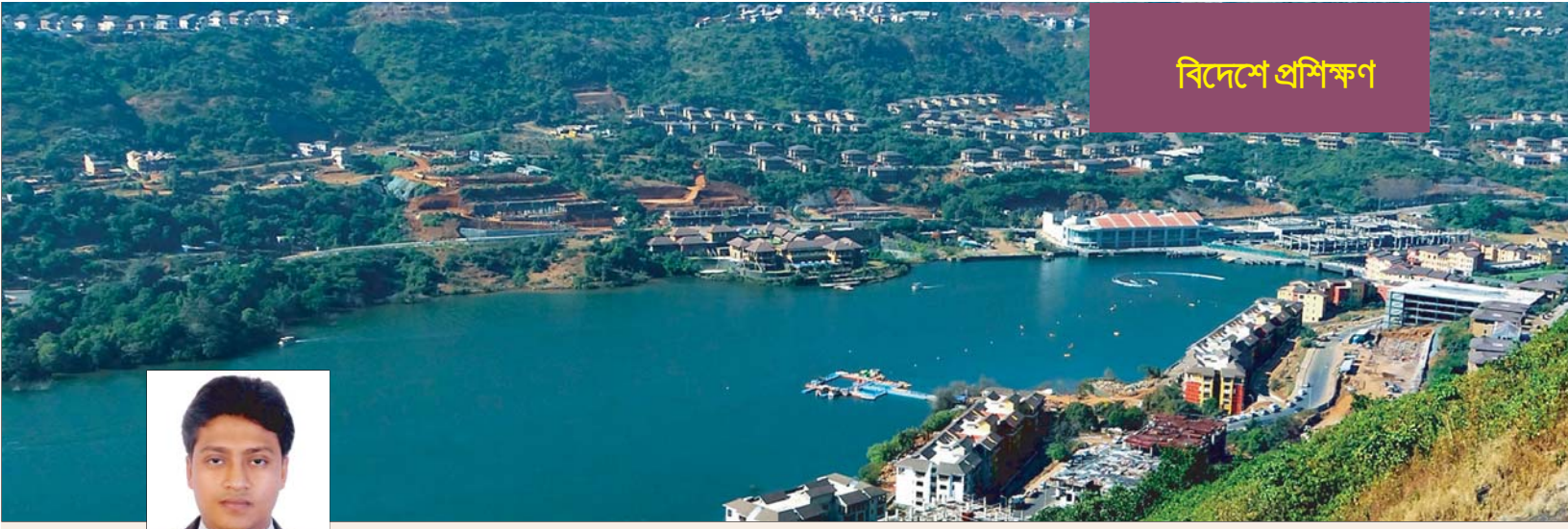

লাভাসা সিটি

পুনের মায়া

মোঃ আজহারুল ইসলাম

বিদেশ ভ্রমণ যেকোনো সময়ে, যে কারো জন্য আনন্দদায়ক। আর সেটা যদি হয় চাকরিসূত্রে, ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ের পরপরই তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমরা ৫৯ জন সহকারী পরিচালক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে *Familiarization Program on Various Aspects of Commercial Banking* শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ভারতের পুনের উদ্দেশে রওনা হলাম। বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক এবিএম সাদেক স্যারের নেতৃত্বে আমরা দীর্ঘ বিমান যাত্রা শেষে ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ দুপুরে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট' (এনআইবিএম) ক্যাম্পাসে পৌঁছি।

এনআইবিএম ক্যাম্পাস দেখে বিমোহিত না হয়ে উপায় নেই। মনে হলো যেন ৬৪ একরের একখণ্ড সবুজের রাজ্যে এসেছি। চারদিকে প্রচুর গাছগাছালি, তার ফাঁকে ফাঁকে দালানগুলো দাঁড়িয়ে। সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসে ওয়াইফাই সুবিধা রয়েছে। পরদিন ২১ ডিসেম্বর থেকে ১১ দিনের প্রশিক্ষণ মডিউল শুরু। এই ১১ দিনে ব্যাংকিংয়ের নানা অলিগলিতে ছিল আমাদের বিচরণ। প্রশিক্ষণে ব্যাংকিং সুপারভিশন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট সিস্টেম, ফরেন এক্সচেঞ্জ, ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট, ব্যাসেলসহ নানা বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ প্রশিক্ষকগণ ক্লাস নিয়েছেন। প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটি ছিল অংশগ্রহণমূলক। প্রশিক্ষকগণ ভারতের কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন, আমরাও তাদের সাথে শেয়ার করেছি বাংলাদেশের ব্যাংকিং বিষয়ক মতামত।

ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট

প্রতিদিন ক্লাস শেষে আমরা দলবেঁধে শপিংয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে যেতাম। লক্ষ্মী রোড, এম. জে রোড, ফাতেমা নগর, কুমার প্যাসিফিক মল বাদ যায়নি কোনোটাই। পুনে কিছুটা পাহাড়ি এলাকা ও পরিবেশ নির্মল এবং সবুজে ঘেরা। রাস্তার বাহন বলতে অটো, স্কুটি আর মোটরবাইক। পুনের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে বাইক চালাতে দেখা যায়। পুনের প্রকৃতির মতো মানুষগুলোকেও নির্মল, সরল মনে হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের পঞ্চম দিন আমরা গিয়েছিলাম লাভাসা সিটিতে। পুনে শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের উপত্যকায় গড়ে তোলা আধুনিক কৃত্রিম শহর লাভাসা। একদিকে আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু পাহাড়ি রাস্তা, কৃত্রিম ড্যাম, দৃষ্টিনন্দন লেক, সবুজ পাহাড়; অন্যদিকে আধুনিক শহরের সকল উপকরণ। লাভাসা যেন তার সকল সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসে ছিল আমাদের জন্য।

ব্যাংকিং সুবিধার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ২৮ ডিসেম্বর আমরা গিয়েছিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিটে, বাজাজ অটোমোবাইল শিল্পকারখানায়। বাজাজের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা চোখে পড়ার মতো। বাজাজ তাদের কর্মকাণ্ডে 'কাইজেন' (*Kaizen*) পদ্ধতি অনুসরণ করে। এর মানে এখানে কর্মীরা যথাসময়ে কাজ করে, উৎপাদন হয় সেকেন্ড ধরে। ২০০০ জনের মতো কাজ করে এখানে, প্রতিদিন গড়ে পাঁচজনের জন্মদিন ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে কাজের প্রতি কর্মীদের মোটিভেশন বৃদ্ধি করে। পুরো শিল্পকারখানা জুড়ে নানা উদ্দীপনামূলক বাণী লেখা। এগুলো তাদের কর্মীদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করা। প্রতিষ্ঠানকে নিজের করে নেওয়ার কি চমৎকার আয়োজন !

পরেরদিন আমরা বাসে মুম্বাইয়ের উদ্দেশে যাত্রা করি। সেদিন রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। আরবিআইয়ে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করি। সেখানকার কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন। সেদিন বিকেলে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া, হোটেল তাজ আর মুম্বাই মেরিন ড্রাইভে ভ্রমণ স্মৃতিপটে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

প্রশিক্ষণের শেষদিন ছিল ৩১ ডিসেম্বর। সেদিন বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের নানা ইস্যু নিয়ে আমরা দলগত প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করি। আমার দলের বিষয় ছিল- *Woman Empowerment Through Financial Inclusion in Bangladesh*। জীবনে প্রথমবারের মতো দেশের বাহিরে ইংরেজি নতুন বছরকে বরণ করে নিতে আমাদের ছিল নানা আয়োজন। সেই রাতে পুনে শহর, এনআইবিএম ক্যাম্পাস সেজেছিল নতুন সাজে। দেখতে দেখতে সময় ফুরিয়ে এল। এবার বিদায়ের পালা। বিদায়বেলায় যখন বিমানবন্দরের পথ ধরলাম তখন তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসের 'জীবন এত ছোট কেনে ?' উক্তির মতো বারবার মন বলছিল 'ভ্রমণের দিনগুলো এত ছোট কেন ?' অনেকদিন মনে থাকবে স্মৃতিপটে আপন হয়ে ওঠা পুনে শহরকে, এনআইবিএম ক্যাম্পাসকে।

■ *লেখক : এডি, মতিঝিল অফিস।*

৩ বছর বয়সে অংক-ফিজিক্স-রসায়ন চর্চা

সুবর্ণ আইজ্যাক বারী

২০১৩ সাল। এক বছর বয়সী সুবর্ণ আইজ্যাক বারী নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালের বিছানায় জ্বরে কাতরাচ্ছিল। তার বাবা রাশীদুল বারী বললেন,'আই লাভ ইউ মোর দ্যান এনিথিং ইন দ্য ইউনিভার্স'। সুবর্ণ বলল, 'ইউনিভার্স অর মাল্টিভার্স ?' কলেজ শিক্ষক রাশীদুল বারী চমকে গেলেন। কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না এই সুবর্ণ তিন বছর বয়সে অংক, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নে দক্ষতা দেখিয়ে সারা পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিবে।

সেই সুবর্ণ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সুবর্ণর মেধা বিস্ময় সৃষ্টি করেছে সর্বত্র। যে এখনও স্কুলের গণ্ডিতে পা রাখেনি, সে কীভাবে জ্যামিতি, বীজগণিতসহ রসায়নের জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান দিচ্ছে। অক্ষর জ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন না করেই কীভাবে সে ইংরেজি বই অবলীলায় পাঠ করছে?

মাত্র দেড় বছর বয়সে রসায়নের পর্যায় সারণী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং তা মুখস্থ করে সুবর্ণ। এ অবিশ্বাস্য কথাটি সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্কের ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'বারী সাইন্স ল্যাব' এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে এ বিস্ময়কর প্রতিভার কথা। এমনি অবস্থায় মেডগার এভার্স কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড পোজম্যান সুবর্ণের মেধা যাচাই করতে চান। সুবর্ণ পর্যায় সারণীর সবগুলো এলিমেন্ট বলে পোজম্যানকে অবাক করে দেয়।

সুবর্ণের করা অনেকগুলো সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে একটি ইলেকট্রিক ব্যাটারি। বিভিন্ন রকম ব্যাটারি সে বানাচ্ছে। তার একটি হচ্ছে লেবু ব্যাটারি। যেটা বানাতে তার দরকার হয় চারটি লেবু, চারটি পেরেক, চারটি পেনি এবং পাঁচটি এলিগেটর ক্লিপ। এগুলো দিয়ে সে ইলেকট্রিক সার্কিট বানিয়ে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স সৃষ্টি করে লাইট জ্বালাতে পারে। লিমন কলেজে ফিজিক্স চেয়ারম্যান, ড. ড্যানিয়েল কাবাট সুবর্ণর এই প্রতিভা দেখার জন্য তাকে লিমন কলেজে আমন্ত্রণ জানান এবং সুবর্ণ ব্যাটারি বানিয়ে তাকে মুগ্ধ করে।

সুবর্ণর বাবা চট্টগ্রামের সন্তান রাশেদুল বারী নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির বারুখ কলেজে অংকের অ্যাডজাঙ্ক অধ্যাপক এবং একইসঙ্গে নিউভিশন চার্টার হাই স্কুল ফর অ্যাডভান্সড ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্সে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং মা রেমন বারী ব্রঙ্কস কম্যুনিটি কলেজ থেকে অ্যাকাউন্টিংয়ে ডিগ্রি নিয়েছেন।

এক হাতে টাইপ বাড়ায় লেখার দক্ষতা

কম্পিউটারে এক হাত দিয়ে টাইপ করলে লেখার দক্ষতা বাড়ে। কানাডার একদল গবেষক এই দাবি করেছেন। আর টাইপের গতির সঙ্গে সৃজনশীলতার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা এটিই প্রথম। টাইপ করার গতির সঙ্গে লেখার সৃজনশীলতা ও শব্দ চয়নের ক্ষমতা নিয়ে গবেষণা করেছেন কানাডার ওয়াটারলু বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। এতে নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়টির চিত্রকলা বিষয়ের শিক্ষক সার্দান মেদিমোরেক। এই বিষয়ের গবেষণা প্রতিবেদনটি বিজ্ঞান সাময়িকী 'ব্রিটিশ জার্নাল অব সাইকোলজি'তে প্রকাশিত হয়েছে।

এক হাতে টাইপ

গবেষণায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের দুটি দলে ভাগ করা হয়। একটি দলকে টাইপ করতে বলা হয় দুই হাতে। অপরদল শুধু একটি হাত ব্যবহার করে টাইপ করার সুযোগ পায়। স্বাভাবিকভাবেই এক হাতে টাইপ করা ব্যক্তিদের লেখা হয় ধীর। ইংরেজি টাইপ করে লেখা অনুচ্ছেদগুলো পরে কম্পিউটারে বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায় ধীরে টাইপ করা অনুচ্ছেদগুলোতে শব্দ চয়ন ও সৃষ্টিশীলতা বেশি। গবেষণায় দেখা যায়, এক হাত ব্যবহার করে টাইপ করা ব্যক্তিরা টাইপ করায় তুলনামূলক বেশি সময় পান। এই বাড়তি সময়টুকু তারা শব্দ নিয়ে চিন্তা করতে পারেন। এই কারণে তাদের লেখার মধ্যে শব্দে ভিন্নতা অন্যদের চেয়ে বেশি।

গবেষক সার্দান মেদিমোরেক বলেন, অনেকে বেশ দ্রুত টাইপ করে থাকেন যেটি তাদের লেখার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। অপর গবেষক ইভান এফ রিস্কো বলেন, দ্রুত টাইপকারী ব্যক্তিরা প্রথমে যে শব্দ মাথায় আসে তাই লেখে। অপরদিকে ধীরে টাইপের কারণে শব্দ নিয়ে ভাবার সুযোগ কিছুটা বেশিই পান ধীরে টাইপকারীরা। গবেষকরা বলেন, লেখার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরে বাড়ছে, যার মূল লক্ষ্যই হলো আমাদের চিন্তাকে দ্রুত লিখিত শব্দের রূপ দেওয়া। তবে সৃজনশীলতা ও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে কিছুটা ধীরে টাইপ প্রয়োজন।

কম্পিউটার হারিয়ে দেবে মানুষকে?

'গো' খেলার বোর্ড

কম্পিউটারের গতি ও স্মৃতি দুই বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো এই উন্নতি দেখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বুদ্ধিমত্তায় আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই মানুষকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এই যন্ত্র।

কম্পিউটারনির্ভর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কত দূর এগিয়েছে, তার একটি পরীক্ষা হয় দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে। সেখানে মানুষ ও কম্পিউটারের মধ্যে পাঁচ দিনব্যাপী 'গো' খেলা অনুষ্ঠিত হয়। চীনের ঐতিহ্যবাহী এই খেলা তিন হাজার বছরের পুরনো। জটিলতম বুদ্ধির লড়াই হিসেবে পরিচিত এই খেলাটিতে জয়ের জন্য দরকার চৌকস অনুমান-ক্ষমতার, যা কেবল মানুষেরই আছে বলে ধরে নেওয়া হতো। কিন্তু কম্পিউটারও এখন গো খেলায় বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। গুগলের তৈরি আলফাগো নামের একটি প্রোগ্রাম গত অক্টোবরে হারিয়ে দেয় গো চ্যাম্পিয়ন ফ্যান হুইকে। সেই থেকে কম্পিউটারের সামর্থ্য সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যায় প্রযুক্তিবিদদের। আগে তাঁরা ভাবতেন, 'গো' খেলায় পারদর্শী হতে কম্পিউটারের আরো কয়েক দশক লেগে যাবে।

প্যারিসের পিয়েরে ও মারি কুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ জ্যঁ-গ্যাব্রিয়েল গানাসিয়া বলেন, যন্ত্র জয়ী হলে সেটা হবে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী মুহূর্ত। কম্পিউটার ভবিষ্যতে অনেক কাজ মানুষের চেয়েও ভালোভাবে করে দেখাতে পারবে এমন ইঙ্গিত মিলছে এখনই। গুগলের প্রোগ্রামাররা বুঝতে পারেন, গো খেলার জন্য 'মানুষের মতো' এমন যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, যা হবে 'বিচারবুদ্ধিহীন গণনাকাজের' চেয়ে বেশি কিছু। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যন্ত্র রোবটের সামর্থ্য নিয়ে স্বস্তি ও শঙ্কা দুটোই আছে মানুষের মধ্যে। কেউ মনে করেন, আগামী দিনের পৃথিবীতে রোবটরা অসুস্থ মানুষের সেবা করবে, গাড়ি ও আকাশযান চালিয়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে, খাবার তৈরি থেকে শুরু করে গৃহস্থালির কাজকর্ম এবং অবকাশের পরিকল্পনা পর্যন্ত করে দেবে এবং অনেক জটিল ও বিরক্তিকর কাজকর্মের ঝামেলা থেকে রেহাই দেবে।

আরেকদল মানুষের আশঙ্কা, রোবটরা ভবিষ্যতে নিজেদের অতি ক্ষমতার জোরেই মানুষের শত্রুতে পরিণত হবে। বিশ্বনন্দিত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংও আছেন এই দ্বিতীয় দলে। তিনি গত মে মাসে বলেছেন, কম্পিউটারগুলো আগামী ১০০ বছরে বুদ্ধিমত্তায় মানুষকে ছাড়িয়ে যাবে। তবে গানাসিয়া মনে করেন, যন্ত্র যতই চৌকস হোক, কিছু কিছু বিষয়ে তার সীমাবদ্ধতা থাকবেই। তার মানে এই নয় যে, মানুষের চিন্তার জগতে যন্ত্রের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হবে।

■ *গ্রন্থনা : মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

ফেডারেল রিজার্ভের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন নিয়ে তদন্ত

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে অন্যান্য ব্যাংকের ওপর নজরদারি করা ফেডারেল রিজার্ভের দায়িত্ব। নজরদারির পরিবর্তে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকগুলোর স্বার্থরক্ষা করছে কিনা, মার্কিন সরকার তা তদন্ত করবে। কংগ্রেস সদস্যদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এ তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পার্লামেন্টের জেনারেল অ্যাকাউন্টেবিলিটি অফিস (জিএও)।

জনস্বার্থে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনো প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক অথবা রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় কাজ করলে বিষয়টিকে 'রেগুলেটরি ক্যাপচার' বলা হয়। ফেডারেল রিজার্ভ এহেন রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের শিকার কিনা, তা তদন্তের জন্য লিখিত অনুরোধ জানিয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদের ডেমোক্রেটিক দলীয় সদস্য ম্যাক্সি ওয়াটারস ও অ্যাল গ্রিন। এ দুজন কংগ্রেসম্যান যথাক্রমে হাউজের আর্থিক সেবা খাত-বিষয়ক কমিটি এবং নজরদারি ও অনুসন্ধান-বিষয়ক উপকমিটির সদস্য। জিএও জানিয়েছে, তদন্তের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। সংস্থার ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটস অ্যান্ড কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ডিভিশনের পরিচালক লরেন্স ইভান্স এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমরা বর্তমানে রেগুলেটরি ক্যাপচার বলে পরিচিত বিষয়টিতে কয়েকটি অনুসন্ধান চালাচ্ছি। কাজটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সব ক'টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পরখ করা হবে। এর মধ্যে ফেডারেল রিজার্ভও রয়েছে।'

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক

ওয়াল স্ট্রিট-সংক্রান্ত ইস্যুগুলোয় ফেডারেল রিজার্ভের চোখ-কান ভাবা হয় নিউইয়র্ক ফেডকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নজরদারি ও স্বার্থের সংঘাতের কারণে নিউইয়র্ক ফেড বেশ কয়েকবার সমালোচনার শিকার হয়েছে। কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক ফেডের একজন এগজামিনার তাকে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগে আদালতে মামলা করেন। এ সময় তিনি গোপনে ধারণকৃত কিছু টেপ প্রকাশ করেন, যাতে তার সহকর্মীরা গোল্ডম্যান স্যাকসের প্রতি নমনীয় বলে প্রকাশ পায়।

দূষণ ঠেকাতে চীনে ২ সহস্রাধিক কারখানা বন্ধের নির্দেশ

বায়ুদূষণ মোকাবেলায় সম্প্রতি চীন সরকার সে দেশের কয়েক হাজার কারখানা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। নিরাপদ মাত্রার চেয়েও ২৪ গুণ বেশি ধোঁয়া উদগীরণ হওয়ায় সরকার এ ব্যবস্থা নিয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদপত্র চায়না ডেইলি জানায়, বেইজিং কর্তৃপক্ষ উচ্চমাত্রায় দূষণকারী দুই হাজার ১০০ কারখানা বন্ধ করতে আদেশ দিয়েছে। এছাড়া পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত অধিবাসীদের ঘরে থাকতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এদিকে চীনের এয়ারলাইনগুলো বেইজিং ও সাংহাই থেকে ৩০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে। অধিকাংশ ফ্লাইটের গন্তব্য ছিল সবচেয়ে বেশি দূষণকবলিত শানজি প্রদেশ। কয়লা পোড়ানোর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি দূষিত গ্যাস নিঃসৃত হয়। শীতকালে নিঃসরণের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এসব বিষাক্ত গ্যাস থেকেই ধোঁয়া তৈরি হয়।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেয়ার পর পরই কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয়া হলো। এ সম্মেলনে জিনপিং গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। গত বছর চীন জানায়, দেশটিতে ২০৩০ সালের পর কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমে যাবে। এর অর্থ দেশটিকে আরো এক দশক কার্বন নিঃসরণের কারণে মারাত্মক দূষণের শিকার হতে হবে। চীনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা অবশ্য অবস্থার উন্নতির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তাদের অনেকে ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত একটি সংবাদ পোস্ট করে। সে সময়ও চীনের কর্মকর্তারা দূষণমুক্ত নতুন শতাব্দী উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

চীন দূষণমুক্ত নতুন শতাব্দী উপহার দিতে চায়

প্রথাবিরোধী আর্থিক নীতির পক্ষে আইএমএফ

ইউরোপ ও জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে যেসব আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে, তার অনুমোদন দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। তবে উদীয়মান দেশগুলোর নীতিনির্ধারকরা সতর্ক করে বলেছেন, এ ধরনের নীতি বিশ্ব অর্থনীতিতে ঝুঁকির পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যে ফেডারেল রিজার্ভ, ব্যাংক অব ইংল্যান্ড ও ব্যাংক অব জাপানের মতো শীর্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদহার বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। বিষয়টি সামনে রেখে প্রচলিত ধারার বাইরে গৃহীত আর্থিক নীতির কার্যকারিতা নিয়ে চলমান বিতর্ক আরো জোরালো হয়েছে। তবে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে তিন দিনব্যাপী অ্যাডভান্সিং এশিয়া কনফারেন্সের শেষ দিনে আইএমএফ প্রধান ক্রিস্টিন লাগার্দে বলেন, কাঠামোগত সংস্কার ও নিম্ন মূল্যস্ফীতির সহায়তা পেলে দেশগুলোর প্রথাবিরোধী আর্থিক নীতি ধরে রাখা উচিত। তার মতে, 'আর্থিক নীতি জরুরি, তবে এটি একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না।'

এদিকে সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর রঘুরাম রাজন বলেন, এ ধরনের নীতির উপকারিতা ধীরে ধীরে কমছে। বরং উদীয়মান দেশগুলোর ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব আরো বাড়ছে। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে এসব নীতির বিস্তারিত প্রভাব পর্যালোচনার জন্য আহ্বান জানান। রাজন প্রস্তাব করেন, আর্থিক নীতির প্রভাব পরিমাপ ও পর্যালোচনার জন্য একদল শিক্ষাবিদকে নিয়োজিত করা উচিত। তারা পরামর্শ দেবেন কোন নীতি গ্রহণ করা উচিত, আর কোনটি নয়। ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংক সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ সুদহারগুলো কমানো ও সম্পদ কেনার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক নীতি কিছুটা শিথিল করেছে। এছাড়া ব্যাংকটি এমন একটি ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিক ও গৃহস্থালি খাতে বিভিন্ন ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এদিকে প্রথমবারের মতো সুদহার ঋণাত্মক পর্যায়ে নিয়ে গেছে ব্যাংক অব জাপান। ফেডারেল রিজার্ভও তার সুদহার পর্যায়ক্রমে বাড়াচ্ছে।

■ *গ্রন্থনা : মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

দেওয়ান তওহিদুল ইসলাম

(মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৭/৩/১৯৮৯
অবসর উত্তর ছুটি :
২৯/২/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ আবু তাহের ভূইয়া (মুক্তিযোদ্ধা)

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
৩/২/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি :
১৪/১/২০১৬
বিভাগ : আইএডি

মোঃ আব্দুল মান্নান-১১

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৬/২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
১/২/২০১৬
মতিঝিল অফিস

মোঃ আতাউর রহমান-১

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১০/৪/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ মকবুল হোসেন

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১/৩/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
১৪/১/২০১৬
মতিঝিল অফিস

কনিকা পোদ্দার

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৪/২/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ সামসুল আলম

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৬/৪/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৫
বিভাগ : ডিবিআই-১

হাছিনা বেগম

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৩০/৭/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি :
১৭/১২/২০১৫
বিভাগ : এফইওডি

মায়া সানোয়ার

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১০/১/১৯৮৯
অবসর উত্তর ছুটি :
২০/১/২০১৬
মতিঝিল অফিস

মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১১/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি :
২/৩/২০১৬
বিভাগ : ইএমডি-১

মাহমুদা বেগম

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৬/২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
৭/১/২০১৬
মতিঝিল অফিস

মোঃ মোজাম্মেল হক-৪

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১/১২/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৯/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ কামরুজ্জামান

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
৫/৯/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি :
২৯/২/২০১৬
বিভাগ : ইএমডি-১

মোঃ শহীদুল ইসলাম-১

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৮/১১/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
৯/১১/২০১৫
মতিঝিল অফিস

মোঃ আব্দুল জলিল-৪

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
১/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
১/১/২০১৬
মতিঝিল অফিস

মোঃ শফিউদ্দিন মিঞা

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
৫/২/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
২৫/১/২০১৬
বিভাগ : আইএডি

মোঃ আবু তাহের তপাদার

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৬/২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৫
মতিঝিল অফিস

আয়মন নেছা

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান :
১/৩/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি :
২১/১/২০১৬
খুলনা অফিস

২০১৫ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মল্লিক নাদিম আরমান অমি
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: নিরু নাছরিন খন্দকার লাকী
পিতা: মল্লিক এনায়েতুল্লাহ
(জেডি, বিএফআইইউ, প্র.কা.)

তানজিলা বাহার (লুবনা)
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: আলেয়া বেগম
পিতা : মোঃ বাহার উদ্দিন
(এডি, সিএসডি, প্র.কা.)

জারীন তাসনীম সায়মা
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: মানসুরা পারভীন
(ডিজিএম, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ আখতার হোসেন

মোঃ মেহেদি হাসান
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: মমতাজ বেগম
পিতা: মোঃ লোকমান হোসেন
(ডিডি, গভর্নর সচিবালয়, প্র.কা.)

সাবিবা হোসেন
বনানী বিদ্যা নিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মোসাঃ মনজু আকতার
পিতা: মোঃ বেল্লাল হোসেন
(ডিজিএম, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্র.কা.)

ফারজানা ইয়াসমিন জ্বীম
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ডেমরা

মাতা: পিয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ জিকরুল মিঞা
(ডিডি, সচিব বিভাগ, প্র.কা.)

এ.কে.এম. রুহুল কুদ্দুস (প্রত্যাশা)
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: কামরুন নাহার
পিতা: মোঃ রবিউল ইসলাম
(জেডি, এসএমডি, প্র.কা.)

অর্পিতা ঘোষ
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: শান্তনা রানী দাস
পিতা: চঞ্চল কুমার ঘোষ
(ডিডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

হাসিবুল হাসান
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল

মাতা: ফাতেমা নার্গিস
পিতা: মোঃ হাবিবুর রহমান-৩
(ডিএম, বরিশাল অফিস)

তানহা আরেফিন অরনা
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: সেলিনা সুলতানা
পিতা: এ.কে.এম আলমগীর হোসেন
(ডিএম. বরিশাল অফিস)

মোঃ মুবতাসিন হোসেন লাবিব
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মোছাঃ হামিদা আখতার
(এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)
পিতা: মোঃ আনোয়ার হোসেন
(ডিডি, ইডি শাখা, প্র.কা.)

মোঃ আরাফাত রহমান আসীফ
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: আফরোজা বেগম
পিতা: মোঃ মুখলেছুর রহমান
(ডিডি, আইএসডিডি, প্র.কা.)

২০১৫ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ আবদুছ সামাদ সাকিফ
বদরুন্নেছা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: ফাতেমা আক্তার
পিতা: মোঃ সিরাজুল হক
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

তাহমিদ আহমেদ
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মর্জিদা খানম
পিতা: মোঃ ফরিদ আহমেদ
(এএম, মতিঝিল অফিস)

মুনজিলা আক্তার বিপাশা
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: আলেয়া বেগম
পিতা: মোঃ বাহার উদ্দিন
(এডি, সিএসডি, প্র.কা.)

তাসফিয়া আফনান সারাহ্
হাজী মোয়াজ্জেম আলী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: মাহমুদা আক্তার
পিতা: মোঃ সোহরাব উদ্দিন
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

নূজহাত তাবাস্সুম নেহা
শিমুল মেমোরিয়াল নর্থ সাউথ স্কুল

মাতা: মোছাঃ রুখসানা খাতুন
(ডিএম, রাজশাহী অফিস)
পিতা: মোঃ মনজুর কাদের
(জেডি, রাজশাহী অফিস)

ধ্রুব মজুমদার
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: অনিমা মজুমদার
পিতা: ননী গোপাল মজুমদার
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ-২০১৬

দেশের অর্থনীতিতে ক্রমেই বাড়ছে নারীর অংশগ্রহণ। এক সময় শুধু ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকা নারীরা আজ স্বাবলম্বী হতে নিজেরাই নিচ্ছেন নানা ধরনের উদ্যোগ। সম্প্রতি এই উদ্যোগী নারীদের মিলন মেলা বসেছিল রাজধানীর মিরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি প্রাঙ্গণে। সেখানে তাদের শিল্প আর মেধার সংমিশ্রণে তৈরি নিজেদের পণ্যের পসরা বসে, সুযোগ আসে ক্রেতাদের চাহিদা সম্পর্কে জানার। একই ছাতার নিচে বহুমুখী নানা ধরনের বাহারি পণ্য পেয়ে দর্শনার্থীরাও খুব খুশি। এ ধরনের মেলা যেমন উদ্যোক্তাদের ব্যবসা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তেমনি অবদান রাখে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে। নারী দিবসকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উদ্যোগে ৯ মার্চ ২০১৬ থেকে শুরু হয়ে চার দিনব্যাপী চলে এই নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনী মেলা-২০১৬। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি চত্বরে আয়োজিত মেলার উদ্বোধন উপলক্ষে এ.কে. এন আহমেদ অডিটোরিয়ামে 'নারী দিবস ভাবনায় নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঃ এক্ষেত্রে এসএমই ঋণের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় এবং এসডিজি'র প্রতিটি লক্ষ্যে নারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসডিজি'র প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্যকে বিদায় জানানো। আর তাই অর্থনৈতিক সম্পদ, মৌলিক সেবা, আর্থিক সেবায় প্রবেশগম্যতা ও ভূমিসহ অন্যান্য ১৩টি সম্পদে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সম-অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নারী উদ্যোক্তা সমাবেশ ও পণ্য প্রদর্শনীর এমন আয়োজন সত্যিই সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ক্রেতা-দর্শনার্থী সমাগমে মুখরিত প্রদর্শনীটি সত্যিকার অর্থে উদ্যোক্তা সহায়ক এক বিরল উদ্যোগে পরিণত হয়। নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে প্রায় ৪০ জন নারী উদ্যোক্তার মাঝে ৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার এসএমই ঋণ প্রদান করা হয়। সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান নারী উদ্যোক্তার হাতে সরাসরি ঋণের ডামি চেক হস্তান্তর করেন। বিষয়টি উদ্যোক্তা ও ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি এই সমাবেশকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এই মেলা ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়া ও আদায়ের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখবে বলে বিভিন্ন ব্যাংকের এসএমই শাখার প্রতিনিধিরা অভিমত ব্যক্ত করেন। মেলায় ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে তাদের অর্থায়িত নারী উদ্যোক্তাদের মোট স্টল ছিল ৫২টি। মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের তৈরি হস্তশিল্প, বুটিক, গার্মেন্টস ও চামড়াজাতসহ নানা ধরনের পণ্যের পসরা থেকে নিজের পছন্দের জিনিস সংগ্রহ করতে প্রতিদিনই ক্রেতা-দর্শনার্থীর বিপুল উপস্থিতি ছিল মেলা প্রাঙ্গণে। মেলায় ব্যবসায়িক সাফল্যের প্রেক্ষিতে নারী উদ্যোক্তাগণ ভবিষ্যতে মেলার প্রচার, প্রসার ও ব্যাপ্তিকাল আরও বাড়ানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।